এসো

একসাথে আগামীর পথে

চতুর্থ প্রকাশনা, ২০২২

ESO

Education & Solidarity Organization

এসো'র শিক্ষাভাতা প্রাপ্ত ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীদের একাংশ

প্রার্থনা

হে পরম করুণাময়!

আমাদের শক্তি দাও, সাহস দাও। আমরা যেন মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতে পারি। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। ব্যক্তিগত লোভ, হিংসা, অহংকার ও স্বার্থ ত্যাগ করতে পারি। সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলে গ্রাহ্য করি।

হে মহান সৃষ্টিকর্তা!!

তুমি আমাদের অন্ধকার হতে আলোর, অসত্য হতে সত্যের সন্ধান দাও।

সাহায্য কর পরিপূর্ণ সার্থক মানুষ হতে।

হে পরম করুণাময়!!

আমাদেরকে সাহায্য কর, আমরা যেন **'এসো'র** লক্ষ্য বাস্তবায়নের কঠিন পথ পাড়ি দিতে পারি এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতে পারি।

আমিন।

এসো'র ভিশন

সার্বজনীন শিক্ষা এবং সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন।

এসো'র মিশন

বন্ধু মহল এবং পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য একটি সুদৃঢ় টেকসই শিক্ষা ভাতা তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং আশ্রয়স্থল তৈরী ও কর্মসংস্থান করা।

এসো'র মূল্যবোধ

আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, কাজের উৎকর্ষতা এবং সৃষ্টিশীলতা।

এসো'র ৪র্থ প্রকাশনা বিষয়ক উদ্যোগ

কম্পোজ ও ডিজাইন

নাসরিন আক্তার

প্রচ্ছদ

সারিয়া নাফিয়া

সংগঠন রিপোর্ট

সারিয়া গুলশান

সারিয়া নাফিয়া

নাসরিন আক্তার

রাহে মদিনা কারি

তাসফিয়া ইসলাম স্বর্ণলতা

প্রকাশ কাল

২৫ ডিসেম্বর, ২০২২

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

মাসুম প্রিন্টিং

উম্মে রুমান হিরা

দেশবন্ধু গ্রুপ

শুভেচ্ছাবানী- উপদেষ্টা

আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকালে মনের অজান্তেই আমার ভারতেশ্বরী হোমসের মেয়েদের মুখগুলো ভেসে উঠে। কি অসীম স্নিগ্ধ আভায় আলোকিত করছে অন্ধকার পৃথিবীকে।

তোমাদের উদ্যোগ ছিল ক্ষুদ্র কিন্তু অদম্য চেষ্টায় সে আজ প্রসারিত হয়েছে অনেকটাই।

ভালবাসার টানে শিক্ষার অধিকার পূর্ণ করে দিতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে যাদের জন্য তারা আজ অনেকেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় প্রস্তুত হয়ে উঠছে। এটা দেখেই বেশি ভালো লাগছে।

একটা বৃক্ষের পুরো আয়ুর খুব অল্প অংশই সে ফুল ফোটাতে বা ফল ফলাতে ব্যয় করে। তাতেই তার জীবন ধন্য হয়। মানুষের জীবনের একটি অতি সামান্য অংশও যদি মঙ্গল কাজে ব্যয় হয়, তাতেই তার জীবন সার্থক।

নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা বাস্তবতা ও ব্যস্ততার ভিতর থেকে সময় বাঁচিয়ে তোমরা স্বপ্ন দেখছো, যে সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে তোমরা কাজ করতে শুরু করেছো তা কেবল সম্ভব হয়েছে একে অন্যের সাথে গভীর বন্ধুত্বের কারণে। মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসার কারণে।

ভালবাসা কখনো পরাজিত হয় না। জয় হোক তোমাদের বন্ধনের! জয় হোক মানবতার।

ভীতি-নিষেধের উর্ধে স্থির
রহি যেন চির উন্নত শির,
যাহা চাই যেন জয় করে পাই
গ্রহণ না করি দান।

এ-ই হোক তোমাদের পথ চলার মূলমন্ত্র।
এ যাত্রাপথে তোমাদের
আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মিস হেনা সুলতানা
সিনিয়র শিক্ষক ও লেখক

শুভেচ্ছাবানী- উপদেষ্টা

ইকিগাই

বিগত ৩৭ বছর ধরে আমি জাপানের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বাংলাদেশের কার্যক্রমে কর্মরত। সেই সুবাদে জাপানীদের জীবন যাপন আচরণে কিছুটা পরিচয় রয়েছে। জাপানে ৬৫ বছর বয়স পাড়ি দিয়েছেন তেমন জনসংখ্যাই মোট জনসংখ্যার মধ্যে বর্তমানে বেশী। আমি যে সংস্থায় কর্মরত সেখানে হাজারের উপর মহিলা সদস্য রয়েছে। যাঁরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বাংলাদেশে কার্যক্রমকে সহায়তা করে থাকে। আমি অনেককেই প্রশ্ন করেছি এই বয়সেও কেন অন্যের কথা ভেবে পরিশ্রম করা। প্রায় সকলের উত্তরই জাপানী ভাষায় **"ইকিগাই"**।

এই শব্দের অর্থ কয়েকভাবে বলা যেতে পারে যেমন জীবনের উদ্দেশ্য, বেঁচে থাকার আনন্দ, জীবনের মূল্যায়ন ইত্যাদি।

"এসো" সদস্যগণ অনুধাবন করতে পেরেছে অন্যের জন্য সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তা। তাদের **"ইকিগাই"** হলো অপরের জন্য উষ্ণ হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

আমাদের একটিই জীবন। আমরা সুখ আশা করি। সুখ তৈরী হয় আমাদের কর্মের মাধ্যমেই। যেমন, দালাই লামা বলেছেন- Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.

দালাই লামার এই উক্তিটি **'এসো'র** সদস্যদের জন্য নয়, তারা এই কথা জানে বলেই মানবতার কল্যাণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

তাঁদের হাত আরও দীর্ঘ হোক আগামী দিনে।

নিরন্তর শুভেচ্ছা

মোঃ আজিজুল বারী
নির্বাহী পরিচালক
ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন
কোনাবাড়ী, গাজীপুর।

সভাপতির বক্তব্য

আস্সালামু আলাইকুম। চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভার শুভেচ্ছা জানবেন। দেখতে দেখতে সংগঠনের সাথে সাত বছর পার করে এলাম। পিছন থেকে যখন দেখি, ভালো লাগে। সময়ের সাথে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের নানান পেশার মানুষ এখানে যুক্ত আছেন। সবাই **এসো** নিয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন, কেউ কেউ পাশাপাশি চ্যালেঞ্জের কথাও উল্লেখ করছেন! এই সবই **এসো'র** শক্তি হয়ে কাজ করে। সবার প্রতি তাই কৃতজ্ঞতা।

অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্মরণ করছি, এই বছর ৪ জুলাই **এসো** বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন সনদপত্র হাতে পায়। গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী ২০২৩ সালে আগস্ট মাসে নতুন কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত হবে! আশা করছি নতুন বছরে সফল নির্বাচনের মাধ্যমে যথাসময়ে আমরা নতুন একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করতে সক্ষম হবো!

দীর্ঘমেয়াদি কাজের শুরুটা সহজ পরবর্তী ধাপের চাইতে। শুরুতে বসে পরিকল্পনা করা, স্বপ্ন দেখার মধ্যে অনেক শক্তি অনুভূত হয়। বাস্তবায়ন করতে যেয়ে নানান রকম বাধা কাজের গতিকে ব্যাহত করে। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি এই বছর উল্লেখ করার মতো আরো কিছু কাজ হয়েছে। আবার পরিকল্পনা মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠেনি, যেমন **এসো-কমপ্লেক্সের** জন্য জমি কেনা এবং ওল্ড হোম প্রজেক্টের কাজ শুরু করা হয়নি! ২০২৩ সালে এই কাজগুলো বাস্তবায়ন হবে এই প্রত্যাশা করছি।

আমাদের এই বন্ধু কেন্দ্রিক ও নারীকেন্দ্রিক সংগঠনে বন্ধু ও নারী দুই অনবদ্য শক্তি। আমি আশা করি আমরা আমাদের শক্তির জায়গা ক্রমশ চর্চা করে আরো দৃঢ় করবো এবং এগিয়ে যাবো। সংগঠনের ভিশন "সবার জন্য শিক্ষা এবং সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন" মাথায় রেখে এর মিশন "বন্ধু মহল এবং পরিচিতদেরর উদবুদ্ধ করে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য একটি সুদৃঢ় টেকসই শিক্ষাভাতা তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং আশ্রয়স্থল তৈরী ও কর্মসংস্থান করা"র লক্ষ্যে আমাদের মূল্যবোধকে অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে চর্চা করা দরকার!

সংগঠন কার্যক্রম কেবল স্বার্থহীন স্বেচ্ছাসেবা বা সমাজসেবা না, এই কার্যক্রম আত্মসেবাও বটে। আমরা যেনো নিজেদের মঙ্গল অনুধাবন করে ও গুরুত্ব বুঝে এখানে স্বতপ্রনোদিত হয়ে কাজ করি।

প্রাসঙ্গিক একটা আনন্দ প্রকাশ করছি, এই বছর আমার মেয়ে, জল তরঙ্গ তার ১৮তম জন্মদিনে উপহার স্বরূপ পাওয়া অর্থ আমার হাতে তুলে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে **এসো'র** সদস্যপদ দাবী করে। তার এই স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ও এসো'র কাজের প্রতি আগ্রহ আমাকে উদ্বেলিত করেছে। জল ও সকল নবীনদের প্রতি উদাত্ত আহবান রইলো।

সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করছি। **এসো'র** জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভ কামনা!

ধন্যবাদ

সারিয়া নাফিয়া

সভাপতি

এডুকেশন এন্ড সলিডারিটি অর্গানাইজেশন

শুভেচ্ছাবানী-সহসাধারণ সম্পাদক

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমি যতবার গিয়েছি, যখনই আমি বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়েছি, ততোবারই আমার চোখের সামনে পড়েছে একটি বড় বাক্য -যেটি প্রবেশপথের মুখে উপরে দেয়ালে লেখা **' মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় '** . আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াতাম আর ভাবতাম!! এটা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের কথা এবং তিনি এভাবে মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং দেখাতে সাহায্য করছেন। আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এখন মনে হয় মানুষ তার স্বপ্নের সমান না, তার চাইতেও বড়। আমাদের সংগঠন এসো একদিন এভাবে আমাদের স্বপ্নের চাইতেও বড় হবে। আমাদের সবার প্রিয় জেঠামনি অনেক প্রতিকূল অবস্থানে থেকে যদি পারেন, আমরা কেন পারবোনা !! আমরা জেঠামনির আদর্শে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম, আমরা চাইলেই আমাদের স্বপ্নের **এসো-কমপ্লেক্স** দাঁড় করাতে পারব।

আর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সংগঠনে যারা অবদান রাখছেন, সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি । সকলের অনুদানের অর্থে এসো বিভিন্ন সুবিধা বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়াতে পারছে। আমাদের সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুদান একটি বৃহৎ ফলাফল নিয়ে আসছে। আমরা অনেক দরিদ্র মানুষের পাশে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসতে পারছি। এটা কি কম কিছু ?? আমি বিশেষ করে সদস্যদের বলব, এখানে যারা অনুদান দিয়ে আসছেন সবাই যেনো অনুভব করেন যে সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষটির কল্যাণে আপনার অবদান অনেক বেশি, মানুষটি আপনার সাহায্যে, আপনার অনুদানে উপকৃত হচ্ছে।

মানুষ কেন স্বেচ্ছাসেবক? কেন সেবামূলক সংস্থাগুলির সাথে জড়িত থেকে নিজের, পরিবারের ও সমাজের যত্ন নেওয়া উচিত? দিনের শেষে যখন বেঁচে থাকার অর্থ এই প্রশ্নের মাঝে খুঁজে পাই তখন আর আফসোস নিয়ে ঘুমাতে যাই না।আফসোস হয় তখনি যখন সেবামূলক কাজে সক্ষম মানুষের অংশগ্রহণ অপ্রতুল দেখি।

এজিএম প্রত্যেকটি সংগঠনের সদস্যদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন, কারণ এই দিনে সংগঠনের সকল সদস্য একত্র হতে পারে আর বিশেষ করে বছরের একটি দিন আমরা যদি সংগঠনের উদ্দেশ্যে সকলে এক হতে পারি সেটা একদিকে যেমন অত্যন্ত আনন্দের, অন্যদিকে এই দিনটিতে উপস্থিত থেকে সংগঠনের কার্যক্রম কিভাবে হচ্ছে, কোন কোন প্রকল্পে, কোন খাতে, কিভাবে, কত টাকা ব্যয় হচ্ছে, পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা ইত্যাদি নানান বিষয় অবগত হয়ে তাদের কাজে উৎসাহিত করা এবং কাজ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ ধারণা নেয়া যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করবো সকল সদস্যদের সাধারণ সভাগুলোতে উপস্থিত থাকার জন্য। অন্তত ২৫ ডিসেম্বর তারিখটা আমরা যদি শুরু থেকে আমাদের মাথায় রেখে দেই, তাহলে এই দিনটি আমরা নিবেদন করতে পারি আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যে গড়া এসো'র জন্য। আমরা মানুষ হিসেবে, সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে, সেবক হিসেবে কিভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জীবনটাকে অর্থবহ করে তুলতে পারে এই বিষয়টি আমরা একটু বিবেচনা করবো ।

যেহেতু বার্ষিক সাধারণ সভা সংগঠনের সকল সদস্যদের সমাবেশ, তাই **এসোর** সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রতি বছর সকলের শতভাগ উপস্থিতি কামনা করছি।

ধন্যবাদ

নাহিমা সুলতানা

সহ সাধারণ সম্পাদক

এডুকেশন এন্ড সলিডারিটি অর্গানাইজেশন

এসো পরিচিতিঃ

এসো একটি স্বেচ্ছাসেবী, অলাভজনক, সমাজসেবামূলক সংগঠন। এসো'র সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৫ সালের ১৫ মে। ৪ জুলাই, ২০২২ তারিখে এসো নিবন্ধিত হয় বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে। এসো'র বর্তমান সদস্য সংখ্যাঃ ৯৬ জন।

সাধারণ সদস্য ৬৮ জন

সিরিয়াল	নাম	মেম্বারশীপ নাম্বার	সিরিয়াল	নাম	মেম্বারশীপ নাম্বার
১.	নাহিমা সুলতানা	বি এইচ ৯৪০০১	৩৫.	ইসমত আরা	বি এইচ ৮৩০৩৫
২.	সারিয়া নাফিয়া	এল টি বি এইচ ৯৪০০২	৩৬.	রায়হানা পারভিন	বি এইচ ৯৪০৩৬
৩.	সারিয়া মাহিমা	এল টি বি এইচ ৯৪০০৩	৩৭.	রিতা খন্দকার	বি এইচ ৯০০৩৭
৪.	ডলি আক্তার	এল টি বি এইচ ৯৪০০৪	৩৮.	রোকসানা ইসলাম	বি এইচ ৯০০৩৮
৫.	সিলভিয়া সুলতানা	বি এইচ ৯৪০০৫	৩৯.	ফারহানা জিনিয়া	এল টি বি এইচ ৯০০৩৯
৬.	নুসরাত বিনতে আহসান	বি এইচ ৯৪০০৬	৪০.	সুলতানা রাজিয়া	বি এইচ ৯৪০৪০
৭.	আফরোজা ইসলাম	বি এইচ ৯৪০০৭	৪১.	শাহিনা আক্তার	এন বি এইচ০০১
৮.	দুলালি সাজিয়া	বি এইচ ৯৪০০৮	৪২.	রুমানা ইসলাম	এন বি এইচ০০১২
৯.	মেহেরুন নেসা	বি এইচ ৯৪০০৯	৪৩.	দিপিকা খানম	এন বি এইচ০০৩
১০.	সোমা সাহা	বি এইচ ৯৪০১০	৪৪.	রাশেদ আহমেদ	এন বি এইচ০০৪
১১.	রোকেয়া সুলতানা	বি এইচ ৯৪০১১	৪৫.	রশনি করিম	এন বি এইচ০০৫
১২.	তানজিলা আলম	বি এইচ ৯৪০১২	৪৬.	সিফাত ইবনে সিরাজ	এন বি এইচ০০৬
১৩	আফসিন আনোয়ার	বি এইচ ৯৪০১৩	৪৭.	কে এম নাজমুল ইসলাম	এন বি এইচ০০৮
১৪	সারিয়া গুলশান প্রমি	এল টি বি এইচ ৯০০১৪	৪৮.	নাজনিন আক্তার	এন বি এইচ০০৯
১৫	নাজমা খান	বি এইচ ৯৪০১৫	৪৯.	কাকলি তালুকদার	এন বি এইচ০১০
১৬	নাসরিন আক্তার	বি এইচ ৯৪০১৬	৫০.	শাহানাজ সুলতানা	এন বি এইচ০১১
১৭	সাদিয়া নাসিম	বি এইচ ৯৪০১৭	৫১.	জান্নাতুল ফেরদৌস	এন বি এইচ০১২
১৮	আঞ্জুমান আরা	বি এইচ ৯৪০১৮	৫২.	জেসমিন জাহান	এন বি এইচ০১৩
১৯	রাহে মদিনা কারি	বি এইচ ৯৪০১৯	৫৩.	নাজমা খাতুন	এন বি এইচ০১৪
২০	সাবরিনা হোসেন	বি এইচ ৯৪০২০	৫৪.	নওশিন সাইয়ারা	এন বি এইচ০১৫
২১	শান্তা রয়	বি এইচ ৯৪০২১	৫৫.	নদন চন্দ্র দে	এন বি এইচ০১৬
২২	আফরোজা পারভীন মিতা	বি এইচ ৯৪০২২	৫৬.	স্বরুপ সাহা	এন বি এইচ০১৭
২৩	হুমায়রা ফেরদৌস তানিয়া	বি এইচ ৯৪০২৩	৫৭.	মোহাম্মদ জুনায়েদ হোসেন	এন বি এইচ০১৮
২৪	দিপালী বসাক	বি এইচ ৯৪০২৪	৫৮.	মো আশ্‌রাফুজ্জামান	এন বি এইচ০১৯
২৫	শামিমা ইসলাম কান্তা	বি এইচ ৯৪০২৫	৫৯.	সিরাজুম মুনির	এন বি এইচ০২০
২৬	নাসিমা আক্তার	বি এইচ ৯৪০২৬	৬০.	খুরশিদা খাতুন	এন বি এইচ০২১
২৭	তাহেরা আক্তার	বি এইচ ৯৪০২৭	৬১.	সাবরিনা সুলতানা	এন বি এইচ০২২
২৮	রিতা দে	বি এইচ ৯৪০২৮	৬২.	রুহুল আলম	এন বি এইচ০২৩
২৯	উম্মে রুমান হিরা	বি এইচ ৯৪০২৯	৬৩.	রাজিব হোসেন	এন বি এইচ০২৪
৩০	আসমা আক্তার	বি এইচ ৯৪০৩০	৬৪.	এলিজাবেথ গোমেজ	এন বি এইচ০২৫
৩১	কাজি নুসরাত জামান	এল টি বি এইচ ৯৪০৩১	৬৫.	মোদাচ্ছের আহমেদ	এন বি এইচ০২৬
৩২	মাধবি গুপ্তা	বি এইচ ৯৪০৩২	৬৬.	হাবিবা আনজুমান	এন বি এইচ০২৭
৩৩	শম্পা সাহা	বি এইচ ৯৪০৩৩	৬৭.	মিনহাজুর রাহমান	এন বি এইচ০২৮
৩৪	জান্নাতুল আক্তার	বি এইচ ৯৪০৩৪	৬৮.	জল তরঙ্গ	এন বি এইচ০২৯

আজীবন সদস্যঃ ০৯ জন

সিরিয়াল	নাম	মেম্বারশীপ নাম্বার
১.	ডলি আক্তার	ইএসওএলটি ০০১
২.	ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশিন	ইএসওএলটি ০০২
৩.	সারিয়া নাফিয়া	ইএসওএলটি ০০৩
৪.	কাজি নুসরাত জামান	ইএসওএলটি ০০৪
৫.	সারিয়া মাহিমা	ইএসওএলটি ০০৫
৬.	আফরোজা বেগম	ইএসওএলটি ০০৬
৭.	সারিয়া গুলশান	ইএসওএলটি ০০৭
৮.	জাকারিয়া নোমান	ইএসওএলটি ০০৮
৯.	ফারহানা জিনিয়া	ইএসওএলটি ০০৯

দাতা সদস্যঃ ২৫ জন

সিরিয়াল	নাম	মেম্বারশীপ নাম্বার	সিরিয়াল	নাম	মেম্বারশীপ নাম্বার
১.	রুমানা জামান	ইডিএম ০০১	১৪	জলি বনিক	ইডিএম ০১৪
২.	মাসুদা আক্তার	ইডিএম ০০২	১৫	অপর্ণা দত্ত	ইডিএম ০১৫
৩.	ফরিদা ইয়াসমিন	ইডিএম ০০৩	১৬	ফারহানা আঞ্জুম	ইডিএম ০১৬
৪.	ঝুমা সাহা	ইডিএম ০০৪	১৭	রাজিয়া সুলতানা	ইডিএম ০১৭
৫.	সোনিয়া সুলতানা	ইডিএম ০০৫	১৮	নাসরিন পারভিন	ইডিএম ০১৮
৬.	রায়হানা রুমা	ইডিএম ০০৬	১৯	তাহমিনা খানম	ইডিএম ০১৯
৭.	আকলিমা আক্তার	ইডিএম ০০৭	২০	মিতা রয়	ইডিএম ০২০
৮.	ফাতেমা বেগম	ইডিএম ০০৮	২১	শামিমা আক্তার	ইডিএম ০২১
৯.	সুফিয়া আক্তার	ইডিএম ০০৯	২২	লিপি ইমরান	ইডিএম ০২২
১০.	আফরোজা জেসমিন	ইডিএম ০১০	২৩	নুরজাহান সুলতানা	ইডিএম ০২৩
১১.	শারমিন সুলতানা	ইডিএম ০১১	২৪	আয়েশা আক্তার	ইডিএম ০২৪
১২.	সঞ্চিতা সাহা	ইডিএম ০১২	২৫	তাসফিয়া ইসলাম স্বর্ণ লতা	ইডিএম ০২৫
১৩	শারমিন রাহমান	ইডিএম ০১৩			

১৩ জন সদস্য নিয়ে এসো'র কার্যকরী পরিষদ গঠিত।
কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের নাম ও পদবী:

সারিয়া নাফিয়া বর্ণা সভাপতি			**আফরোজা ইসলাম মিমি** তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক
ফারহানা আনজুম মুনিয়া সহ সভাপতি			**সিলভিয়া সুলতানা** তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক
রোকেয়া সুলতানা লিমা সাধারণ সম্পাদক			**মেহেরুন্নেসা রিনা** সংস্কৃতি সম্পাদক
নাহিমা সুলতানা রেখা সহ সাধারণ সম্পাদক			**ফরিদা ইয়াসমিন** সংস্কৃতি সম্পাদক
নাসরিন আক্তার ডলি কোষাধ্যক্ষ			**অপর্না দত্ত** প্রচার সম্পাদক
শামিমা ইসলাম কান্তা সহ কোষাধ্যক্ষ			**নাজমা খান** প্রচার সম্পাদক
রাহে মদিনা কারি দপ্তর সম্পাদক			

সংগঠনের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ আছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হচ্ছেন ঃ

১) হেনা সুলতানা, সিনিয়র শিক্ষক, ভারতেশ্বরী হোমস
২) মোঃ আজিজুল বারি, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন
৩) নন্দন চন্দ্র দে, ডিরেক্টর (ফাইন্যান্স) আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোং লিমিটেড
৪) সিফাত ইবনে সিরাজ, প্রিন্সিপাল, ড্রীমফিল্ড স্কুল, গোড়ান, ঢাকা।
৫) আজাদ রহমান, অপারেশন্স অফিসার, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

এসো'র কার্যক্রম সমূহ:

১) শিক্ষা কর্মসূচী
২) জরুরী সেবা প্রকল্প
৩) স্বনির্ভর প্রকল্প
৪) স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প

এসো'র কার্যক্রম সুষ্টভাবে পরিচালনার জন্য সংগঠনের ১০টি সাব-কমিটি আছে। সাব-কমিটি গুলো হচ্ছে ঃ

১) শিক্ষা সাব-কমিটি ঃ

সদস্য ঃ

১) নাসিমা আক্তার
২) নাহিমা সুলতানা রেখা
৩) ডা: তাহেরা আক্তার
৪) রাহে মদিনা কারি
৫) রোকেয়া সুলতানা লিমা
৬) ফারহানা মিম ঋতু

কার্যক্রম :

১. ছাত্র বাছাই কমিটির মাধ্যমে নতুন ছাত্রছাত্রী শিক্ষাভাতার আওতায় আনা।
২. শিক্ষা পলিসির নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর পুরোনো ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাভাতা প্রদানে পুনঃ বিবেচনা করা।
৩. ছাত্রছাত্রীদের ফাইল হালনাগাদ করা।
৪. ফাইন্যান্স কমিটির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি ক্লিয়ার করা এবং মানি রিসিট সংগ্রহ করা।
৫. বছর শেষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে বা অভিভাবক থেকে ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা।
৬. বছর শেষে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে এসোর অনুমোদন পত্র প্রদান করা।
৭. নতুন বছরের বাজেট পেশ করা।
৮. এডুকেশন টিমের সবার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ও তথ্য প্রদান করা।
৯. এডুকেশন টিমের সাথে খন্ড ও অখন্ড ভাবে মাসিক(সাবকমিটি), ত্রৈমাসিক(স্টুডেন্ট ও অভিভাবক), ষান্মাসিক (ক্লাস টিচার), বার্ষিক (স্টুডেন্ট সিলেকশন কমিটি, ইসি, প্রতিষ্ঠান অফিশিয়ালস, এডুকেশন টিম) মিটিং করা।
১০. এডুকেশন সাবকমিটির সদস্য ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযোগী ট্রেইনিংয়ের প্রস্তাব রাখা।
১১. ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের নিয়মিত ফলোআপ রাখা।

২) ফাইন্যান্স সাব-কমিটি ঃ

সদস্য ঃ

১) নাসরিন আক্তার ডলি
২) আফরোজা ইসলাম মিমি
৩) আসমা আক্তার
৪) অর্পনা দত্ত অপু
৫) সিলভিয়া সুলতানা
৬) মেহেরুন নেসা

কার্যক্রম :

১. সকল সদস্যদের কাছে থেকে নিয়োমিত ভাবে মাসিক চাঁদা সগ্রহ করা।
২. চাঁদা সংগ্রহের বিপরীতে কোষাধ্যক্ষ/অথোরাইজড সিগনেটরি কর্তৃক ভাউচার প্রদান করা।
৩. এসো' র ব্যাংক হিসাব এবং বিক্যাশ হিসাব মেইনটেইন করা।
৪. বকেয়া চাঁদা আদায়ে প্রয়োজন মতো সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা।
৫. সকল প্রকার আয় এবং ব্যয়ের পর্যালোচনা করে কার্যকরী পরিষদ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা।
৭. সংগঠন এর সকল প্রকার বাজেট প্রস্তুত করা।
৮. মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সাবকমিটির সহযোগিতায়, যাকাত ফান্ড এবং ইমার্জেন্সি ফান্ড সংগ্রহ করা।
৯. এডুকেশন সাব কমিটির সাথে সহযোগিতা করে শিক্ষাভাতা প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের মাসিক টিউশন ফি প্রদাণ এবং ভাউচার সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা।
১০. অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা।
১১. সংগঠন এর প্রয়োজনে সকল সাব কমিটির সাথে/হয়ে কাজ করা।

৩) সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার সাব-কমিটি ঃ

সদস্য ঃ

১. সারিয়া নাফিয়া বর্ণা
২. আফরোজা বেগম লতা
৩. ফারহানা জিনিয়া
৪. ফরিদা ইয়াসমিন
৫. হুমায়রা ফেরদৌস তানিয়া
৬. তানজিলা আলম তানিয়া
৭. উম্মে রুমান হীরা
৮. নাজমা খান যুথী

কার্যক্রম :

১. জরুরী ও নিয়মিত চিকিৎসা সেবা। এছাড়াও সংগঠনের সদস্য/বন্ধু/পরিচিত কোন ব্যাক্তির হঠাৎ অসুস্থতায়, বা দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসায়, সংগঠনের সামর্থ্য অনুযায়ী সেবা প্রদান করা, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। দুঃসময়ে পাশে থাকা ও শোক প্রকাশ করা।
২. যেকোন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক দূর্যোগ ও মহামারীতে ত্রান কার্য পরিচালনা করা। সংগঠনের সকল সদস্যদের এ ধরণের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা।
৩. দুস্থ সেবা/ সহায়তা
৪. সংগঠন এর প্রয়োজনে সকল সাব কমিটির সাথে/হয়ে কাজ করা।

৪) মিডিয়া সাব-কমিটি ঃ

সদস্য ঃ

১. মাধবী গুপ্তা
২. স্বরূপ সাহা
৩. নাজমা খান যুথী
৪. নুসরাত জামান লক্ষী
৫. আনজুমান আরা
৬. ফারহানা আনজুম মুনিয়া
৭. রাহে মদিনা কারি

কার্যক্রম :

১. এসো'র বিভিন্ন ইভেন্ট এর প্রচার ও প্রসার। সংগঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন নোটিশ/ ঘোষণা/সার্কুলার প্রকাশ করা।
২. দেশ/ বিদেশে অবস্থানরত সদস্য, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সাংগঠনিক যোগাযোগ রক্ষা করা।
৩. সকল মিটিং-এর মিনিট/রেজুলেশন লিপিবদ্ধ করা। প্রতিটি ত্রৈমাসিক সাধারণ মিটিং এর পর একটি অনলাইন বুলেটিন এবং অডিও বুলেটিন প্রকাশ করা।
৪. সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
৫. বিভিন্ন ইভেন্টের পর্যালোচনা রিপোর্ট পেশ করা।
৬. সংগঠন এর প্রয়োজনে সকল সাব কমিটির সাথে/হয়ে কাজ করা।

৫) ইভেন্টস এন্ড কালচারার সাব-কমিটি ঃ

সদস্য ঃ

১. নাহিমা সুলতানা রেখা
২. মিনহাজুর রহমান
৩. স্বরূপ সাহা
৪. সারিয়া গুলশান প্রমি
৫. মাধবী গুপ্তা
৬. জলি বনিক
৭. সোমা সাহা
৮. সিলভিয়া সুলতানা ববি

কার্যক্রম:

১. ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সাধারণ সভা, বনভোজন, আনন্দ ভ্রমণ ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
২. নির্ধারিত সময়-সূচি অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা।
৩. সাংস্কৃতিক শিক্ষার আয়োজন করা।
৪. অতিথিবৃন্দকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করা। ও অন্যান্য কমিটিকেও যে কোন প্রয়োজনে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা।
৫. সংগঠন এর প্রয়োজনে সকল সাব কমিটির সাথে/হয়ে কাজ করা।

৬) প্ল্যানিং সাব-কমিটি ঃ

সদস্য:

১. রিতা দে
২. সারিয়া মাহিমা স্বর্ণা
৩. নাসরিন আক্তার
৪. সোমা সাহা
৫. ফরিদা ইয়াসমিন

কার্যক্রম:

১. প্রকল্প প্রস্তাবনা/নীতি তৈরী করা, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ঋণ, দুস্থ সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে
২. সাধারণ নীতিমালা ও আচরণবিধি তৈরি করা ও প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন ও পরিমার্জন করা
৩. ইসি কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন সাবকমিটির টিওআর লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করা
৪. সংগঠন এর প্রয়োজনে সকল সাব কমিটির সাথে/হয়ে কাজ করা

৭. দাপ্তরিক সাব-কমিটি:

সদস্য:

১. শামিমা ইসলাম কান্তা
২. সারিয়া গুলশান প্রমি
৩. তাসফিয়া ইসলাম স্বর্ণলতা
৪. সুফিয়া আক্তার মেরি
৫. শামিমা আক্তার

কার্যক্রম:

১. মিটিং-মিনিট ফাইলিং (মিটিং-এ উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর সহ),
২. সদস্য-রেজিস্টার হালনাগাদ করা
৩. ছাত্রছাত্রীদের ফাইল হালনাগাদ
৪. অফিস রক্ষণাবেক্ষণ

৮) অবলম্বন সাব-কমিটি:

সদস্য:

১. রোকেয়া সুলতানা লিমা
২. নাজমা খান যুথী
৩. ফারহানা আনজুম মুনিয়া
৪. ডলি আক্তার হেনা
৫. আফরোজা ইসলাম

কার্যক্রম :

১. শর্ত সাপেক্ষে সুবিধা
২. সদস্য-রেজিস্টার হালনাগাদ করা

৯) রেজিস্ট্রেশন সাব-কমিটি

সদস্য:

১. রাহে মদিনা কারি
২. নাসরিন আক্তার ডলি
৩. সারিয়া নাফিয়া বর্ণা
৪. নাহিমা সুলতানা রেখা

কার্যক্রম:

১. শর্ত সাপেক্ষে সদস্য এবং সুবিধাবঞ্চিতদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

১০) প্রকল্প উন্নয়ন সাব-কমিটি:

সদস্য:

১. নাহিমা সুলতানা রেখা
২. রাহে মদিনা কারি
৩. ডা: শৈবাল বসাক
৪. নাসরিন আক্তার ডলি
৫. রীতা দে

কার্যক্রম:

১. এসো কমপ্লেক্সের জন্য জমি ক্রয় এবং অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড।

বুনিয়াদি কার্যক্রম-২০২২

১) কার্যকরী পরিষদ মাসিক সভা ও জরুরী ২৫ টি।
২) সাব-কমিটির সভা ৩৯ টি।
৩) সাধারণ সদস্য/সভা ৪ টি।
৪) পিকনিক ১ টি।
৫) ঈদ পুর্নমিলনী ২ টা।
৬) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন
৭) সদস্য বন্ধুদের আত্মীয় পরিজনের মৃত্যুতে মানসিক সাপোর্ট ও মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা

এসো শিক্ষা কর্মসূচী

২০১০ সাল থেকে এই কর্মসূচী শুরু হয় সংগঠনটির সাংগঠনিক রূপলাভের অনেক আগের থেকে। বস্তুত এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করেই এই সংগঠনের সূত্রপাত **"সবার জন্য শিক্ষা ও সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন"** এই লক্ষ্যে। কর্মসূচীটি অব্যাহত ও প্রসারিত করার লক্ষ্যে সংগঠনটি বন্ধুমহল ও পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য একটি সুদৃঢ় টেকসই শিক্ষাভাতা তহবিল গঠন ও ব্যাবস্থাপনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, কাজের উৎকর্ষতা এবং সৃষ্টিশীলতা সংগঠনটির চালিকা শক্তি।

২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৪ জন সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রীদের প্রসিদ্ধ আবাসিক বিদ্যালয় ভারতেশ্বরী হোমসে পড়ানোর সম্পূর্ণ শিক্ষাভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে সাংগঠনিক রূপলাভের পর থেকে ক্রমান্বয়ে এই ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। চলতি বছরে ১৯ জন ছাত্রছাত্রীকে ৭ লাখ ৩৮ হাজার টাকার শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়। সদস্যদের নিয়মিত চাঁদার ৫০ শতাংশ ও যাকাত ফান্ড এই খাতে ব্যয় হয়।

কাজের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ২০২১ সাল থেকে এই কর্মসূচি শিক্ষা সাবকমিটির আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা সাবকমিটি ছাত্রছাত্রী বাছাই ও শিক্ষাভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করে।

শিক্ষা ভাতা দেয়ার নিয়মাবলি

১. সেশনঃ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (প্রথম দশম শ্রেণী)- জানুয়ারি

উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)- জুন

বিশ্ববিদ্যালয়ু ভর্তির পর প্রথম ৩ মাস

কারিগরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর নিয়মানুযায়ী

২. বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পঃ

ক) দীর্ঘ মেয়াদি শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প

খ) স্বল্পমেয়াদী শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প

গ) কারিগরি শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প

ঘ) ধর্মীয় শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প

ঙ) মেধাবী অনুপ্রেরণা শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প

চ) এক কালিন শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প

ছ) শিক্ষা সামগ্রী সহায়তা মূলক শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প

জ) উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি

৩. বাৎসরিক শিক্ষাভাতা বরাদ্দের পরিমাণঃ

ক) বার্ষিক নিয়মিত সদস্য চাঁদার ৫০ শতাংশ শিক্ষা ভাতায় বরাদ্দ করা হবে।

খ) পুরানো ছাত্রছাত্রীরা এসো কর্তৃক শিক্ষা ভাতা গ্রহণের মেয়াদ পূর্তি সাপেক্ষে নতুন ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা ভাতা প্রাপ্ত হবে।

গ) এসো কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা ভাতার ৫০ শতাংশ পুরণ সাপেক্ষে নতুন ছাত্র ছাত্রী দের শিক্ষাভাতা প্রদান করতে চাইলে এর বিপরীতে অবশ্যই নতুন দাতা সদস্য অর্তভুক্ত করতে হবে বা দাতা সদস্য বাড়াতে হবে।

৪. **অভিভাবক অর্থায়ন অনুপাতঃ** অভিভাবকদের অর্থিক অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যায়ভার অভিভাবক বহন করবে।

৫. ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য কর্তব্যঃ

ক) সেবা যেহেতু একটি দায়িত্ব আর সেই আপামর দায়িত্ব বোধ থেকেই সংগঠনের সৃষ্টি, সেহেতু সংগঠন থেকে শিক্ষার্থী দের প্রদেয় সকল সুবিধা কে দান নয়, দীর্ঘ মেয়াদি বা মেয়াদি ঋণ হিসেবে গন্য হবে। যা প্রতিটি শিক্ষার্থী সাবলম্বী হবার পর আর্থিক বা শ্রম বা সময় বা উপরোক্ত সব গুলো একত্রে প্রদানের মাধ্যমে সংগঠন কে আরো বেশী সংখ্যক সুবিধাবঞ্চিতদের পাশে দাড়াবার সুযোগ করে দিবে।

খ) সংগঠনের সাথে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর পিতা, মাতা, অভিভাবকের সাথে এক ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী উক্ত শিক্ষার্থী নিজের পায়ে দাড়াবার মানে স্বাবলম্বী হবার সাথে সাথে নিজের সুবিধা মত কিস্তিতে বা এককালীন বর্তমানে পাওয়া সুবিধা কে আর্থিক মানে রুপান্তর করে তার পরিশোধ কালীন সময়ের আর্থিক মানের সমমানে উন্নীত করে অর্থমূল্য ফেরত দিবে এবং তার পেশাগত শ্রম বা দক্ষতা বা বিশেষায়িত জ্ঞান দিয়ে সংগঠনে বা সংগঠনের কোন শাখা প্রশাখা বা প্রকল্পে অন্তত পক্ষে দুই বছর কাল নিয়োজিত থাকতে বাধ্য থাকবে।

গ) উপযুক্ত কারণ ব্যাতিরেকে কোন অবস্থাতেই খারাপ ফলাফল করা যাবে না। ফলাফল সন্তোষজনক না হলে এসো প্রদত্ত শিক্ষাভাতা মুলতবি করা হবে।

৬. ছাত্রছাত্রী বাছাই কমিটি গঠনঃ

এসো শিক্ষাভাতা প্রদানের জন্য যোগ্য ছাত্র ছাত্রী বাছাই করার জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে। ছাত্র ছাত্রী বাছাই বৈশিষ্ট্যঃ

যোগ্য শিক্ষার্থী:

ক) সংগঠন এর সদস্য গণের সন্তান, পরিচিত, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের সন্তান।

খ) এতিম বা পিতা মাতা মৃত বা যে কোন একজন মৃত এমন পরিবারের শিক্ষার্থী।

গ) পরের আশ্রয়ে আশ্রিত শিক্ষার্থী

ঘ) অভিভাবকহীন শিক্ষার্থী

ঙ) পিতৃ পরিচয় হীন শিক্ষার্থী

চ) বহু সদস্য পরিবারের শিশু

ছ) তথাকথিত সামাজিক অচ্ছুৎ বা নিম্নগোত্রীয় পরিবারের শিক্ষার্থী

জ) তৃতীয় লিংগের কোন শিক্ষার্থী

অযোগ্য শিক্ষার্থীঃ

ক) সামর্থবান স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থী হলে নিজের সম্পদ বা সঞ্চয় শিক্ষাব্যয় নির্বাহের অনুকূলে হলে বা বর্তমান সুবিধা ভোগী কোনো শিক্ষার্থী কোন কারণে সেই সক্ষমতা অর্জন করলে।

খ) অসদাচরণ করলে বা সংগঠন পরিপন্থী কোন কাজ করলে।

গ) ধর্ম অবমাননা করলে, অনৈতিক কিছু করলে, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত থাকলে, প্রথাবিরোধী কিছু করলে, নিয়ম ভংগ করলে, প্রচলিত আইন বিরোধী কিছু করলে, কারো বিশ্বাসে আঘাত আনলে ডিজিটাল কোন অনৈতিকতার সাথে যুক্ত থাক্লে সে সব শিক্ষার্থী কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই সরাসরি সুবিধা পাবার অযোগ্য বলে গণ্য হবে।

ঘ) যথোপোযুক্ত কারণ ছাড়া ফলাফল সন্তোষজনক না করলে।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ শিক্ষাভাতার আওতায় ছাত্র ছাত্রীরা এসো মনোনীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়শুনা করতে বাধ্য থাকবে।

ছাত্রছাত্রীদের পড়ার মান নিশ্চিত করতে ও নৈতিকতা গঠন ও বজায় রাখতে সাবকমিটি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও অভিভাবকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সভার আয়োজন করে আসছে। শিক্ষাভাতা পরিশোধের কাজটি ফাইন্যান্স সাবকমিটির

সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের অফিসে বা অভিভাবককে প্রদান করা হয়। ২০১৫ সাল থেকে সব ছাত্রছাত্রীদের ফাইল, বেতন রশিদ, বেতন ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট রক্ষনাবেক্ষন করা হচ্ছে।

এসো'র সাফল্যঃ

ক) এসো'র শিক্ষাভাতা প্রাপ্ত একজন ছাত্রী বর্তমানে কুমুদিনী মেডিকেল কলেজে মেধাবী কোটায় ২য় বর্ষে পড়ছে,

খ) একজন লালমাটিয়া মহিলা কলেজে একাউন্টিংয়ে ভর্তি হয়েছে,

গ) একজন ছাত্র কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা শেষ করে জারা জামান টেকনোলজিতে ১ জানুয়ারী ২০২৩ থেকে কাজ শুরু করবে

ঘ) ১৩ জন উচ্চবিদ্যালয় অধ্যয়নরত

ঙ) ৩ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত

চ) এসো'র অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একজন সংগঠনের সাথে নিয়মিত সমাজসেবামূলক কাজ করছে ৩২ জন সামনের বছর থেকে যুক্ত হবে।

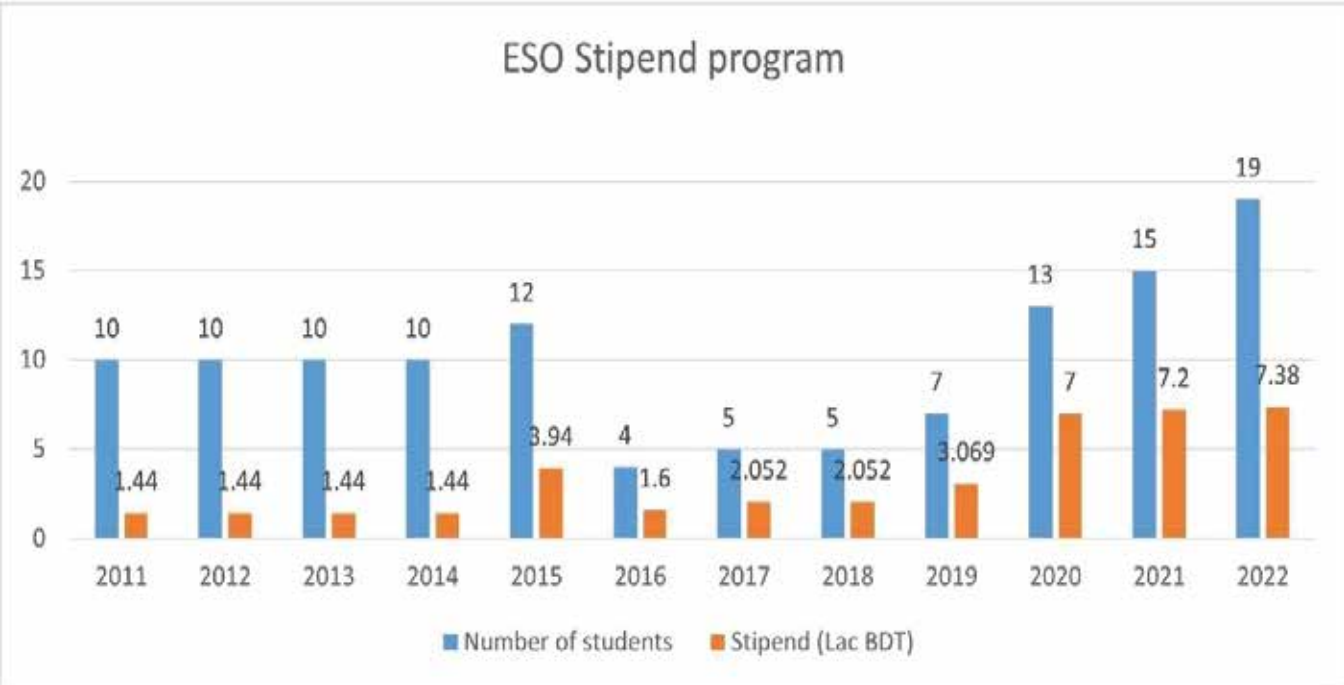

এসো স্বাস্থ্য প্রকল্প

সেবামূলক কাজের একটি ধারা হিসেবে স্বাস্থ্য প্রকল্প শুরু হয় ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এসো'র নিজ অফিসে। বছরব্যাপী এখানে বিকেল বেলা অফিস কার্যক্রমের পাশাপাশি এসো'র ব্যানারে রোগী দেখা হয় এবং প্রাপ্ত অর্থে সুবিধা বঞ্চিতদের স্বল্প পরিসরে পরীক্ষা নিরীক্ষা, ওষুধ পথ্য, হাসপাতাল ভর্তি সহায়তা করে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়।

- **২০২১ সালে ৩য় এজিএম** উপলক্ষ্যে অফিস ভিত্তিক নভেম্বর মাসব্যাপী **ফ্রি হেলথ সার্ভিস** দেয়া হয় এবং **৫১ জন রোগী** দেখা হয়। তাছাড়া **৬৮ জন রোগীকে** বছরব্যাপী সেবা প্রদান করা হয়।
- **২০২২ সালে মোট ১০০+ রোগী** দেখা হয়। এদের মধ্যে ৩২ জনকে বিনামুল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

তাছাড়া বছর জুড়ে **তিনটি সফল ক্যাম্প** করা হয়। ১ম ক্যাম্পটি সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনের প্রস্তাবে ও উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নারায়নগঞ্জের পাগলার রসুলপুরে করা হয়। এ কাজে সার্বিক সহযোগীতায় ছিলো স্থানীয় সংগঠন 'কুড়েঘর' ও ছোটভাই মামুন। এসো'র ২ জন ডাক্তার সদস্য সহ মোট ১০ জন সদস্যের একটি দল দিনব্যাপী সেই ক্যাম্পটির পরিচালনা করা করে।

ক্যাম্পে মোট ১১১ জন মেডিসিন ও ৭১ জন গাইনী, **মোট ১৮২ জন রোগীকে** সেবা প্রদান করে। ক্যাম্প শেষে পরবর্তী চিকিৎসা ও ফলোআপের জন্য রেজিস্ট্রার থেকে **৫ জন রোগী শর্টলিস্ট** করা হয়। জাহানারা নামে ১ জন রোগিকে রক্তস্বল্পতার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ওষুধ পথ্য সহ রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। রাজু নামের ১ জনকে সমস্ত পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দীর্ঘ সময় ধরে ফলোআপে রেখে দীর্ঘ দিনের গলগন্ডের চিকিৎসা দেয়া হয়। নাসিমা নামের ১ জন রোগিকে গাইনি সমস্যার জন্য বিনামূল্যে জরায়ুর অপারেশন করে দেয়া হয়। রোকসানা নামে অপুষ্টীতে ভোগা ১ জন রোগীর ৪ সদস্যসহ পরিবারের সকলকে ৩ মাস ব্যাপী পুষ্টীকর খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

ফটোঃ বিষেশজ্ঞ ডাক্তারগণ রোগী দেখছেন, ১ম ক্যাম্প, পাগলা, রসুলপুর, নারায়ণগঞ্জ

৩ মাস পর ২৭ আগষ্ট ২০২২ তারিখে একই স্থানে একই স্থানীয় সংগঠন 'কুড়েঘরের' সহযোগীতায় একটি ফলোআপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় এবং আশানুরূপ সারা মেলে। এই ক্যাম্পে গাইনীর ৫১ জন রোগী দেখা হয়।

৩য় ক্যাম্পটি আয়োজন করা হয় ২১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সদস্য নাসরিন আক্তারের উদ্যোগে নারায়নগঞ্জের বন্দরে 'কুড়িপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে'। এ কাজের ব্যাবস্থাপনায় ও সহযোগীতায় ছিলেন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী শরীফুল ইসলাম, মনসুরা ইসলাম ও রেদোয়ান ইসলাম।

- ২ জন ডাক্তার সহ মোট ৯ জনের একটি দল ক্যাম্পটির পরিচালনায় ছিলেন।
- এই ক্যাম্পে গাইনীর ৩৩ ও মেডিসিনের ৫৭ সহ ৯০ জন রোগির সেবা প্রদান করা হয়,
- ৬ জনকে ওষুধ সরবারাহ করা হয়
- পরবর্তী ফলোআপের জন্য ৪ জনের একটি শর্টলিস্ট করা হয়।

তাছাড়া এ বছর একজন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসা বাবদ ও ২ জনকে পরীক্ষা নিরীক্ষা বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

এসো'র ৩য় হেলথ ক্যাম্পে রোগী দেখছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ, স্থানঃ কুড়িপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, বন্দর, নারায়নগঞ্জ

সদস্যদের মানসিক সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাস থেকে মনোবিজ্ঞানী সারিয়া মাহিমা 'র পরিচালনায় অনলাইন ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলোচনা নিয়মিত বহাল আছে।

বাজেটঃ এই প্রকল্পের জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়নি। অনুষ্ঠিত তিনটি ক্যাম্পের ব্যয়ভার অংশগ্রহণকারী সদস্যরা নিজেরা বহন করেছে। তবে অতি সদ্য ক্যাম্পের জন্য নির্ধারিত সদস্যদের টিএ/ডিএ কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারন করা হয়েছে যা এসো'র রেগুলার /স্বাস্থ্য প্রকল্পের ফান্ড থেকে বরাদ্দ করা হবে।

জরুরী সেবা প্রকল্প

২০২০ সাল থেকে সংগঠনটি কার্যকরী পরিষদ সদস্যদের অনুমতিক্রমে শিক্ষা ভাতা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করার অনুমোদন পায়। কার্যকরী পরিষদ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক মোট আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। তার মধ্যে **"জরুরী সেবা প্রকল্প"** অন্যতম, মোট রেগুলার সদস্য চাদার ১০% এ প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে পঞ্চগড়ের ঠাকুরগাঁও এর প্রত্যন্ত অঞ্চলে কম্বল বিতরন এর মধ্যে দিয়ে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। তারপর আসে বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড। সারা পৃথিবী থমকে যায়। থমকে যায় আমাদের মতো গরীব দেশ। অফিস আদালত বন্ধ হয়ে ঢাকা সহ সারা দেশ পরিনত হয় এক মৃত্যুপুরিতে। গলিতে গলিতে দেখা যেত এম্বুলেন্স আর লাশবাহী গাড়ী। মানুষ হয়ে পড়ে কর্মহীন। সেই সময় এসো'র প্রতিটি সদস্য মানুষের পাশে দাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সংগঠন এর ফান্ড স্বল্পতার কারণে আমরা যে কোন দুর্যোগে দেশে বিদেশে অবস্থানরত বন্ধু বান্ধব আত্মীয়পরিজনের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক ফান্ড সংগ্রহ করার সিদ্ধান্তে একমত প্রকাশ করি এবং আমরা বেশ ভালো একটা এমাউন্ট সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। সেই অর্থ দিয়ে এসো সারাদেশে প্রায় ২০০ পরিবারের পাশে দাড়াতে সক্ষম হয়।

এই বছর অর্থাৎ ২০২২ এ বাজেট স্বল্পতার কারণে নতুন নিয়ম অনুযায়ী জরুরী সেবা প্রকল্প চালু রাখার জন্য নিয়মিত বাজেট বাতিল করে ইমার্জেন্সি ফান্ড রেইজের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এবার সিলেটে দেখা দেয় স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা।

সিলেট জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে সিলেট সিটি কর্পোরেশনসহ জেলার ১৩টি উপজেলা ও ৫টি পৌরসভা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় জেলার প্রায় ৩০ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েন। উত্তরাঞ্চলের উজানে ভারতের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে বৃষ্টির পানি ঢল হয়ে বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসে। ফলে রাতারাতি সিলেট তলিয়ে যায় পানিতে। সিলেট বিভাগ জুড়ে বন্যা পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং আক্রান্ত মানুষের ভোগান্তি দেখে আমরা সকলেই ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত। হাওরের অতি দরিদ্র মানুষ গুলো খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছে। খাবার পানি নেই, খাবার নেই, থাকার জায়গা নেই, বিদ্যুৎ নেই, মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। চারিদিকে শুধু নেই নেই হাহাকার। খবর থেকে জানা যায়, প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ প্রচন্ড দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

সিলেটের বন্যা আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তাগিদ অনুভব করে এসো'র প্রতিটি সদস্য। আত্মীয় বন্ধু পরিজনেরাও তাগিদ দিতে থাকেন কিছু একটা করার। এই সময়ে বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে আসে বন্যার্তদের খাবার এবং ত্রাণ দেয়ার জন্য। এই অবস্থায় এসো'র ইমার্জেন্সি প্রকল্পের আওতায় উদ্যোগ নিয়ে ফান্ড সংগ্রহ করা হয়। সেই ফান্ডের সর্বোত্তম ব্যবহার এর লক্ষ্যে এসো সিলেটে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বন্যা পরবর্তী পূনর্বাসন এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিলেটে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে বন্যা পরবর্তীতে পুনর্বাসনে সহায়তা করার উদ্দেশ্য এসো প্রায় দুই মাস ব্যাপী এর সদস্য, আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত মহল থেকে ফান্ড সংগ্রহ করেছে। এসো'র ৩ সদস্য বিশিষ্ট টিম প্রথম দিন অর্থাৎ ১৫ জুলাই, ২০২২ কোম্পানীগঞ্জের ভিতরে ভিতরে নৌকায় করে বিভিন্ন ওয়ার্ড পূর্ব ইসলামপুর, ৪ নং ওয়ার্ড, ২ নং ওয়ার্ড, ৮ নং ওয়ার্ড, পশ্চিম ইসলাম পুরের ১, ২ এবং ৩ ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে ১৫ টা পরিবার সরেজমিনে পরিদর্শন করে বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়া তাদের বসতবাড়ি মেরামতের জন্য নগদ টাকা সহায়তা করেছে। এসো টিমের সাথে ছিলেন এই অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবী ব্যাংকার আহমেদ কবির রাসেল। আরেকজন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক রাসেল আহমেদ।

কার্যক্রমের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৬ জুলাই, ২০২২ এসো টিম গিয়েছে জৈন্তাপুর উপজেলায়। এই কার্যক্রম এর স্থানীয় গাইড হিসেবে ছিলেন মোদাচ্ছির আহমদ, মেম্বার, জৈন্তাপুর উপজেলা দরবস্ত ইউনিয়ন পরিষদ।

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় এবার চার দফায় বন্যা হয়েছে। মার্চ এপ্রিলের বন্যায় ওদের বোরো ধান তলিয়ে গিয়েছে, কৃষকরা ধান ঘরে তুলতে পারেনি, উল্লেখ্য যে,এই অঞ্চল এক ফসলি। এপ্রিলের বন্যায় বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলো। আর জুনে শতাব্দীর ভয়ংকরতম আগ্রাসী বন্যায় জৈন্তা, গোয়াইন আর কোম্পানিগঞ্জে হাহাকার পড়ে গিয়েছে। কত মানুষ, গোবাদি পশু যে ভেসে গিয়েছে! এখানে লিস্ট ধরে ১৯ টা পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক অনুদান দেয়া হয়। তাছাড়াও এসো'র পক্ষ থেকে একটি পরিবারকে ঘর মেরামত এর জন্য ২ ডজন টিন প্রদান করা হয়েছে। এই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মানসিক রোগী।

এসব অঞ্চলের বাসিন্দারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। সারা বছরই হয়তো দুঃখ কষ্ট লেগেই থাকে। এসো'র এই ক্ষুদ্র সহায়তায় ওদের সেই দারিদ্র্য ঘুচে যাবেনা। কিন্তু একটু হলেও সাহায্য হবে বলে এসো'র প্রত্যাশা। এসো'র ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্রকল্পের কাজ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে আশা রাখি।

স্বনির্ভর প্রকল্পঃ

উদ্যোক্তা সদস্য পাশাপাশি সুবিধা বঞ্চিতদের ব্যবসা কার্যক্রমকে আরো বেশী গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২০ সাল থেকে স্বনির্ভর প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২০ সালে কোভিড প্যান্ডেমিক এর সময় অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়ে, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় আমাদের কিছু সদস্য সাময়িক অসুবিধায় পড়ায় দুইজনকে ফেরৎ যোগ্য শর্তে আর্থিক সহায়তা করা হয়। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় আরো তিনজন উদ্যোক্তা সদস্যকে ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার সাথে সাথে তারা সময় মতো সেই টাকা এসো ফান্ডে জমা দিতে সক্ষম হয়েছে।

মোট সদস্য চাঁদার একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্ট অর্থাৎ ১০% টাকা স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি স্বনির্ভর প্রকল্পকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়। সংগঠন এর মোট সদস্য চাঁদার ২০% এই খাতে ব্যয় করা হবে। উদ্যোক্তা সদস্য ব্যতিত অন্য সদস্যরা ব্যক্তিগত সাময়িক আর্থিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ফেরৎ যোগ্য আর্থিক সহায়তা নিতে পারবে। তাছাড়া সুবিধা বঞ্চিতদের জন্যও এই প্রকল্প কাজ করবে। সম্প্রসারিত প্রকল্পের নীতিমালা প্রক্রিয়াধীন আছে। এই প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট পাচজন সদস্যকে ফেরৎ যোগ্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পিকনিক রিভিউ

বার্ষিক বনভোজন' এসো -২০২২

তারিখ- ৪ঠা মার্চ, শুক্রবার

স্থান- ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।

ভোর ৬ টার সময় দুইটি বাস আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বাস-১ ছাড়া হয় রামপুরা টিভি সেন্টার এর সামনে থেকে এবং বাস-২ ছাড়া হয় রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয় সংসদ ভবনের সামনে থেকে। আমাদের যাত্রা শুরু হয় সকাল ৭ টায়।

সকাল ৯ টায় আমরা ইউরিকো এঞ্জেল স্কুল পৌছাই। এঞ্জেল এসোসিয়েশন এর নির্বাহী পরিচালক আজিজুল বারি স্যার তার এঞ্জেলদের নিয়ে আমাদের স্বাগত জানান। স্কুল ক্যাম্পাসটি অনেক সুন্দর ও পরিপাটি। স্কুলটিতে নাস্তা করি সবাই। নাস্তায় ছিলো পরোটা, ডাল, ভাজি, মিষ্টি, পানি আর চা। নাস্তা পর্ব শেষ হলে বড়রা একটু ঘুরাঘুরি করি আর স্কুলের বিশাল প্রাংগনে বাচ্চারা ফুটবল খেলায় মেতে উঠে। তারপর পিকনিকের ব্যানার নিয়ে ছবি তোলার পর্ব চলে। গ্রুপ ছবি তোলার পর টি-শার্ট ডিস্ট্রিবিউট করা হয় সবার মাঝে। এসোর লোগো যুক্ত সুন্দর নীল রঙের টি শার্টটি স্পনসর করেন আমদের বন্ধু সদস্য হুমায়রা ফেরদৌস তানিয়া। এরপর ইউরিকো এঞ্জেল স্কুল থেকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন এর মূল ভবনের দিকে রওনা হই। সেখানে আমাদের স্বাগত জানান এঞ্জেল এসোসিয়েশন এর ক্ষুদ্র সদস্যরা। সেখানে আমাদের জন্য বেশ কিছু গেস্টরুম রেডি করে রাখা হয় বিশ্রামের উদ্দেশ্যে। বিশ্রামের পর আমরা সবাই খেলাধুলা পর্বের জন্য প্রস্তুত হই যা আমাদের পিকনিকের মূল আকর্ষণ ছিল। ছোট বাচ্চাদের জন্য ছিল বেলুন নিয়ে খেলা, ছেলেদের জন্য ছিল রিং নিক্ষেপ ও মেয়েদের জন্য ছিল মিউজিকাল চেয়ার খেলা। এই পর্বে সবাই অনেক আনন্দ উপভোগ করে। খেলাধুলার পর লাঞ্চের ব্যাবস্থা করা হয়। সবাই সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে পোলাও, মাংস, ডিম, দই ও ড্রিংকস নিয়ে গাছের ছায়াতলে বসে তাদের খাবার সেরে নেয়। দুপুরের খাবার শেষে কালচারাল প্রোগ্রামের প্রস্তুতি শুরু করা হয়। এঞ্জেল মেডিকেল এর অডিটোরিয়ামে প্রোগ্রামটি আয়োজন করা হয়। শুরুতেই ছিল এঞ্জেল এসোসিয়েশনের ক্ষুদ্র সদস্যদের নানা আয়োজন। ছিল লাঠিখেলা, নাচ,গান, ছড়া বলা ম্যাজিক শো। সবাই করতালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দেন।

তারপর আমাদের গর্ব বন্ধু সদস্য শম্পা মঞ্চে উঠে অনেক গুলো সুন্দর গান পরিবেশন করেন। এরপর ছিল আমাদের ছোট বাহিনীর নাচ পরিবেশন। তারা অনেকদিন অনলাইনের মাধ্যমে তাদের নাচ তৈরি করে উপস্থাপন করে। সবার পরিবেশনা শেষে বিভিন্ন পুরস্কার ও লটারির মাধ্যমে গিফট দেয়া হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে নাস্তা ও চা এর ব্যাবস্থা করা হয়। নাস্তা সম্পন্ন করে আমরা সবাই আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেই। সারাদিনের সুন্দর স্মৃতি নিয়ে আমাদের বনভোজন ২০২২ শেষ হলো।

এই পিকনিকের লক্ষ্য ছিলো–

- ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসাসিয়েশন স্কুল সর্ম্পকে জানা
- বন্ধুত্বের বন্ধন আরো সুদৃঢ় করা
- এসো পরিবারের সকল বাচ্চাদের মধ্যে পারস্পরিক সুসর্ম্পক তৈরী করা
- উদ্যোক্তা বন্ধুদের নিজস্ব পণ্যকে প্রমোট করা।

Masum Printing & Packaging Ltd.

100% Export Oriented Accessories Manufacturer

A Sister Concern of AD Group

Our Products

Carton

Poly

Hangtag

Care Label & Main Label

Photoboard

Twill Tape

Gumtape

Screen Print
(A house of Modern Print Solution)

PVC Neck Band / Box

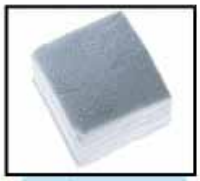
Tissue Paper
(For garments Use)

Sewing Thread

Elastic

Office & Factory:

155 Sahid Siddique Road, Khailkur, Board Bazar, Gazipur-1704, Bangladesh

Phone: +8802 929241, E-mail: masumppl2@gmail.com.

বৃদ্ধাশ্রম ভাবনা

বৃদ্ধাশ্রমে কে যেতে চান? কিংবা কয়জন তার প্রিয়মানুষকে সেখানে পাঠাতে চান?

আমি দুইটাই চাই। তবে অবশ্যই সেই চাওয়ায় কিছু 'শর্ত' আছে। সেই শর্ত চট করে লিখবার আগে, আরও কিছু কথা প্রাসঙ্গিক। কেবল শর্তগুলো উপস্থাপন করা নয়, বরং প্রথম দুইটা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ানোও দরকার। এই লিখা যে বা যারা পড়বেন, তাঁরাও এই প্রশ্নের একটা মীমাংসা করবেন, এই ইচ্ছা তো মনে মনে থাকেই।

প্রত্যেকটা মানুষই 'আমৃত্যু সক্ষম' থাকতে চান। আমিও এই একই কামনা করি আমার জন্য, সবার জন্য। সত্যি বলতে, জরা-ব্যধি, অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের কথা ভেবে কেউ কেউ দীর্ঘজীবিও হতে চান না। চরম পজিটিভ অবস্থানে দাঁড়িয়ে ধরে নিলাম, সৌভাগ্যক্রমে কিংবা/এবং কর্মফলে, আমি এবং সবাই যারা ৭০/৮০ বা তারও বেশি বয়েস বেঁচে থাকবো সবাই সক্ষমতা নিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করবো। তবে আমি যদি দীর্ঘ একটা জীবন পাই, একটা সময় নিশ্চয় 'অফিসিয়ালি রিটায়ার' করবো; অফিস/বাড়ি/সমাজ সব স্তর থেকেই অদৃশ্য নোটিশ পাঠাবে, "যথেষ্ট করেছো, এবার শুয়ে বসে আরাম করে বিশ্রাম নাও।" হায় বিশ্রাম! নাটক, সিনেমা, গান, পড়া, লেখা আরও যত কিছু করা যায় আরাম করে, করবো না হয়। কিন্তু কে আমায় সঙ্গ দেবে? আমার পরিবার, সন্তানেরা, বন্ধুরা, পরিজনেরা কে কোথায় কী নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন? আমি জানি না। উপায়হীন হয়ে নিঃসঙ্গ থাকতে বাধ্য হওয়াটা কে উপভোগ করে? তাছাড়া, আমরা কি আসলে একলা সবকিছুই সামাল দিতে পারবো? আমি জানি না। 'ভবিষ্যৎ' বর্তমান না হওয়া পর্যন্ত, জানা সম্ভবও না।

নিজস্ব অভিজ্ঞতা, পেশা, গবেষণা ও পরিসংখ্যান থেকে জানি, এবং সম্ভবত সবাই জানেন, বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশের অন্যতম মূল সঙ্কট নিঃসঙ্গতা, তার সাথে নানারকম শারীরিক ও মানসিক পীড়া তো আছেই।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে আমরা আমাদের বয়স্ক বাবা-মাকে কোন 'হোম'-এ পাঠানোর কথা ভাবতে পারি না। একইরকম ভাবে এই প্রত্যাশাই ধরে রাখি, বয়েসকালে আমার সন্তান আমাকে দেখভাল করবে। ঐদিকে, আবার যেকোন সন্তান হলে চলবে না। "মেয়ে-জামাইয়ে'র বাড়ি থেকে ছেলের বাড়ি স্বস্তিকর। অথবা নিজের বাড়িতে 'ঘরজামাই' নিয়ে মেয়ে থাকার চেয়ে, ছেলের সাথে ছেলের বউ থাকবে এটাই বেশি কাম্য।" আধুনিকমনস্কদের এইসব কথা যতই খিতখিতে লাগুক, এই সমাজচিত্র এখনও বহাল তবিয়তে আছে। আবার এই প্রশ্নও আসে, কয়জন মেয়ে (সে আধুনিক বা প্রাচীনপন্থী যেই হোক), তার শাশুড়িমায়ের সাথে একই বাড়িতে 'স্বাচ্ছন্দ্যে' বসবাস করতে পারে? এবং কয়জন শাশুড়িমাতা বয়েস হলে তাঁর বৌয়ের অকৃত্রিম সঙ্গ, সেবা ও সম্মান পান? আমাদের ব্যস্ততা এবং জীবনের নানাবিধ আনুসঙ্গিক চাপ সামলিয়ে, বয়স্ক বাবা-মা কিংবা শশুর-শাশুরিকে আমরা কতটুকু সময় দিতে পারি? আমাদের সন্তানেরা স্কুলের ব্যাগের ভার সয়ে, নিজের শখের কাজ শেষে কতটুকু সময় দিতে পারছে বা দিতে চাইছে তাদের দাদা-দাদি বা নানা-নানিকে? আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এই সব প্রশ্নের উত্তর খুব আশাবাদী হবার মতো না।

তবু এখনও পর্যন্ত, সাধারণত, 'বৃদ্ধাশ্রম' শব্দটাই আমাদের মনে আতঙ্ক, দুঃখ, বিরাগ অথবা কোন না কোন অপ্রীতিকর অনুভূতি তৈরি করে। তা সেটাকে আমরা ওল্ড হোম বলি, বা কেয়ার হোম বলি কিংবা পাশ্চাত্যের যত আধুনিক নাম/শব্দই টেনে আনি না কেন। প্রকৃতপক্ষে, এটা শুনে কিছু মানুষ হয়তো অবাক হতে পারেন, পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলোর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনেকে সহজে ওল্ড হোমে যান না। যুক্তরাজ্যের কথা আমি জানি, বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ 'নিজের' বাড়িতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে দেন বটে। তবে সেখানে নানান পদের (শারীরিক, মানসিক ও গেরস্থালী) সেবা তাঁদের অনেকেরই ঘরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। নিজেকে দেখাভাল করার মতো যথেষ্ট সক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও, নব্বই বছর বয়স্ক দম্পতিকে হোমে যাওয়ার বিষয়ে বিশেষ অনিচ্ছুক হতে দেখেছি, অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে একলা ঘরে আর কেউ নাই। যদিও খবর পাওয়া মাত্র এম্বুলেন্স, সোশ্যাল সার্ভিস যথাশীঘ্রই উপস্থিত হয়, অনেক ক্ষেত্রে এই খবর দেয়াটাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবু অনেকে সহজে ওল্ড হোমে যেতে চান না, ভয় পান অজানা জায়গা, অচেনা মানুষ, অনেকে নিজের সুন্দর বাড়িটার মায়া কাটাতে পারেন না, অনেকে হোমে থাকা 'পরাধীন' মনে করেন, আবার অনেকে 'পরনির্ভরশীল' হতে চান না ইত্যাদি। আমাদের সংস্কৃতিতে প্রচলিত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি, বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়া বা পাঠানোর বিষয়টির সাথে খুব সম্ভবত "অনাদর, অবহেলা, দায়িত্বহীনতা আর প্রতারণা বা বিতাড়িতবোধ" লেপটে রাখে।

আমাদের দেশে এই ভেবে অনেকেই সান্ত্বনা পান, আমরা 'পাশ্চাত্যের' মতো এত 'পাষাণ-হৃদয়ের' না, আমরা আমাদের বয়স্কজনদের দেখেশুনে রাখি। তাই কি? নিয়ন্ত্রিত পরিবারের ধারণা নিয়ে ছোট ছোট একক পরিবারগুলোতে গুটিকয় মানুষ, তাদের নিজস্ব ব্যস্ততায় ডুবে থাকা। কেবল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান আর চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থাই কি ভাল থাকা নিশ্চিত করে? সেটাও কি আমরা সবাই ঠিকঠাক করতে পারছি? এখন, সব প্রকার রিটায়ারমেন্টের পরও, যাঁদের নিজগৃহে ভাল থাকার, বাঁচার মতো বেঁচে থাকার এবং 'প্রকৃত' সঙ্গ পাবার সুযোগ সুবিধা আছে, তাঁদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম না, সেটা সবাই জানি। যেহেতু কোন পরিসংখ্যান নাই, ধরে নিলাম, আমাদের দৃঢ় মূল্যবোধের কারণে, বয়স্কদের প্রতি বিশেষ ভক্তির কারণে, আর পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার কারণে, এখনও আমাদের একটা বড় অংশ বৃদ্ধ বয়সে সুখে শান্তিতে নিজগৃহে কিংবা পুত্রগৃহে দিনাতিপাত করছেন। কিন্তু তুমি এই বড় অংশের মধ্যে পড়বে কিনা সেটা একমাত্র সময় হলেই জানতে পারবে। তোমার সাজানো ঘরে তোমাকে কি একলা থাকতে হবে? তোমার সঙ্গী/সঙ্গিনী

তোমার আগেই যদি বিদায় নেন, তুমি একলা বা তোমার কন্যা বা পুত্র বা পুত্রবধুর সাথে মোটামুটি সুখের শান্তির একটা জীবন পাবে কিনা, এটা কি আজকেই নিশ্চিত করে বলা যায়? ভবিষ্যতে দুর্দিন আসবে, এই দাবী আমি করছি না। তবে, শরীর মন ও জীবনের স্বাভাবিক ধারা লক্ষ্য করে, সুদিনের সম্ভাবনা বাড়ানোর একটা পূর্ব-প্রস্তুতি রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, যতই ধনী হোক, যুক্তরাজ্যেও সমগ্র বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সবরকম চাহিদা মেটানোর মতো মোটেই পর্যাপ্ত সার্ভিস নাই, যদিও ওল্ড হোমের পরিসংখ্যান ঘেঁটে আমার মাথা ঘুরিয়ে গেছে, এত প্রকার ওল্ড কেয়ার হোম, বিশাল তার সংখ্যা, তারপরও অপর্যাপ্ত!? আমাদের দেশে এই অপ্রতুলতা অনেক বেশি প্রকট। ঘরে এসে নিয়মিত বৃদ্ধদের সেবা দিয়ে যাবে, এই অবস্থায় আমরা এখনও পৌছাই নাই। একই সাথে, বৃদ্ধদের জন্য আবাসন কিংবা বিশেষায়িত সেবাকেন্দ্রও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য, আর মাণ বিবেচনা নাই করলাম।

এবার আমার শর্তগুলো পরিষ্কার করা যাক। প্রথমত, আমি কোন 'ঘিঞ্জি' শহরের ওল্ড হোমে থাকবো না। উন্মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রাঙ্গনে আমার ওল্ড হোম থাকা চাই। গাছ-গাছালী, ফুল আর ফলের বাগানে ঘেরা থাকবে সেই প্রাঙ্গন। আর স্বস্তিতে থাকার ন্যুন্যতম প্রতিটা চাহিদা মেটাতে না পারলে, আমি সেই ওল্ড হোমে যাবো না, সাফ কথা। দ্বিতীয়ত, বৃদ্ধ হয়ে আরও সব বৃদ্ধদের সাথে জীবন যাপন করে মনে এবং চেতনে আরও বেশি বৃদ্ধ হবার কোন ইচ্ছা আমার নাই। যদিও, শরীরের বয়স মনকে বৃদ্ধ করে না। আমি বিশ্বাস করি, এই বিশ্বাসটা ধরে রাখতে ভালবাসি, আমার একাধিক বন্ধু বৃদ্ধ বয়সেও দিব্যি তরুণ থাকবে, যারা তারুণ্যের শক্তি, সাহস ও তীক্ষ্ণ মননশীলতা ধরে রাখবে এবং তাঁদের সান্নিধ্যে অন্যদের উজ্জীবিত রাখবে। তবু অন্তত কিছু কিশোর-কিশোরীর নিয়মিত সঙ্গ নিশ্চিত করা যেতেই পারে। তাই আমার ওল্ড হোমের পাশে কিংবা খুব কাছে একটা স্কুল থাকা চাই। সেই স্কুল থেকে স্কুল-এসাইনমেন্ট হিসাবে কিশোর কিশোরীরা নিয়ম করে আসবে আমার কাছে, গপ্পসপ্প করবে, ফুটফরমাস খাটবে। আমিও সাধ্য মতো যাবো সেই স্কুলে, ঘুরে আসতে কিংবা কাজ করতে। এবং তৃতীয়ত, একটা উন্নত স্বাস্থ্য (শারীরিক ও মানসিক) সেবা কেন্দ্র থাকবে সেই একই প্রাঙ্গনে। দরকার হলে, আমার বোঝার/বলার আগেই যেন তাঁরা আমার প্রয়োজনমতো সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

এতসব শর্ত মেনে এমন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ওল্ড-হোম পাওয়া কি সহজ, বিশেষ করে আমাদের দেশে, এবং যদি প্রচুর অর্থকড়ির মালিকও হই? না, একদমই সহজ না, এই রকম কোন ওল্ড হোম এখনও নাই আমাদের দেশে। বন্ধুরা যদি সবাই একাট্টা হয়ে সাংগঠনিক উদ্যোগে কাজটা হাতে নেই, তবে এটা বাস্তবায়ন কঠিন হলেও অসম্ভব না, আমি তাই মনে করি। আশার কথা, 'এসো'র কাজ কিন্তু ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ঠিক পথেই। আমরা যে যার সাধ্যমতো ডোনেশন দিচ্ছি, জোগাড় করছি, প্রচার করছি। এসোর কার্যকরী কমিটির প্রত্যেকটা সদস্য তাঁদের ব্যক্তিগত, পেশাগত জীবনের ভয়াবহ ব্যাস্ততা ও চাপ সামলে সংগঠনে সময় দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। এসো'র নিয়মিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজ সামাল দিয়ে এই 'ওল্ড হোম' প্রজেক্টের কাজ চালিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা না। তবু তাঁরা কেউ কেউ ব্যস্ত সপ্তাহ শেষে একটা মাত্র ছুটির দিনে, এই জেলা-সেই জেলা ছুটাছুটি করছে একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টায়।

'এসো'র ভিশন, ২০২৫-এ এই কমপ্লেক্সের কাজ শুরু করে দেয়া, যেখানে থাকবে আমাদের স্বপ্নের আধুনিক 'বৃদ্ধাশ্রম', সাথে লাগোয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও একটি অতি আধুনিক মানের স্কুল। হাতে আছে, দুই বছর। এর মধ্যে আমাদের জমি কিনে ফেলা চাই, যার জন্য চাই অর্থ। মূল ব্যয়ভারের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সংগঠন তহবিল বহন করতে পারবে। সবাই একটু সক্রিয় হয়ে 'ফান্ড রেইজ' করলে, বাকি দুই তৃতীয়াংশ জোগাড় করা বেশ সহজ একটা কাজ। আমাদের সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, একটা জমি কেনা হয়ে গেলে, অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে বড় অংকের ফান্ড জোগাড় করা খুবই সম্ভব। আমাদের বিগত বছরের কার্যাবলী এবং প্রত্যেকটা কাজের গুছিয়ে রাখা ডকুমেন্টেশন এই ক্ষেত্রে অনেক কাজে লাগবে। এবং সেই ফান্ড দিয়েই আমাদের কমপ্লেক্স/ভবন নির্মাণের কাজ সমাধা হবে। আমরা যদি অর্থ, সময়, শ্রম ও উৎসাহ দিয়ে আমাদের সংগঠনের পাশে থাকতে পারি, আশা করা যায়, আমাদের বয়স ষাটে পৌঁছানোর আগেই, আমাদের কমপ্লেক্স শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যাবে।

সুপরিকল্পনা এবং সবার মিলিত চেষ্টা থাকলে, যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া খুবই সম্ভব। সুনামিতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। "মোকেন" নামক থাইল্যান্ডের এক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী আছে, সমুদ্র যাযাবর। ভিন্নরকম নমুনা দেখে বিপদের সম্ভাবনা বুঝে নিয়েছিলেন তাঁরা। যা যা করনীয় করেছিলেন এবং বেঁচে গিয়েছিলেন এই জাতির প্রত্যেকটা মানুষ সেই ভয়াবহ সুনামিতেও। যদিও সেই পুরো অঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আর বয়সের 'লীলা' কে না বোঝে? প্রস্তুতি 'মৃত্যু'কে ঠেকাবে না, কিন্তু 'কোনরকমে বেঁচে থাকা' কিংবা 'বেঁচে মরে থাকা' হঠাতে সক্ষম। এই প্রস্তুতি "বৃদ্ধাশ্রমের প্রচলিত ধারণা" ভেঙ্গে দিতে সক্ষম। এই প্রস্তুতি আনন্দ-উদ্দিপনায় জীবনের শেষ পর্বটা কাটানোর আশ্বাস দিতে সক্ষম। বিশেষ করে, আমাদের যখন 'এসো' আছে, সবাই এসো একসাথে স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন পূরণ করি, আমার জন্য, তোমার জন্য, বন্ধুর জন্য, সবার জন্য। এবং এটাই সময় কাজ শুরু করার, যাতে সেই বয়সে পৌঁছানোর আগেই আমাদের প্রস্তুতি সারা হয়।

সারিয়া মাহিমা
মনোবিজ্ঞানী, সাউথশিল্ড, ইংল্যান্ড

২০২৫ সালে এসো'কে কোথায় দেখতে চাই

বড় স্বপ্নটা আগে জোর গলায় আরেক বার উচ্চারণ করি "সবার জন্য শিক্ষা এবং সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য আশ্রয়স্থল ও কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থাপনা" করবো, এর গতিশীলতা রিটায়ারমেন্টের আগেই দেখতে চাই, যাতে করে রিটায়ারমেন্টের পর আর পার্টটাইম সংগঠন না, ফুল টাইম মন-প্রাণ দিয়ে সংগঠনের কাজ করতে পারি। মৃত্যুর সময় যেন শান্তিতে মরতে পারি।

২০১৫ তে আমাদের এক বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রায় গোটা ত্রিশেক(?) বন্ধু একত্রিত হতে পেরেছিলাম। আমাদের প্রায় লাখ তিনেক টাকার ফান্ড উঠেছিলো। ঐ সময় আমরা বন্ধুরা ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে পরি। একদলের মত ছিল বিপদাপন্ন বন্ধুকে আমরা তার প্রয়োজনমতো মাসিক হারে সাহায্য করবো, এই ফান্ড থাক এবং আরো বাড়াতে থাকি যাতে অন্য কারো বিপদে আমরা সাহায্য করতে পারি। অন্য দলের মত ছিল মাসিক হারে কাজ করাটা কঠিন হতে পারে, এই ফান্ড যেহেতু ওই বন্ধুকে উপলক্ষ করে ওঠানো হয়েছে ওকেই দিয়ে দেয়া হোক। দুই মত সেদিন এক হতে পারেনি। তাই দুই মতকেই শ্রদ্ধা করে আমরা ফান্ডের এক অংশ বন্ধুকে দিলাম, আর বাকী অংশ ফান্ডে রেখে মাসিক হারে বন্ধুকে দেয়া অব্যাহত রাখলাম। সেই থেকে আমাদের সংগঠনের আনুষ্ঠানিক সূচনা।

আমরা অনেক সংশয় আর দ্বিধার ভিতর দিয়ে ১৫ জনের মতো বন্ধু শুরু করেছিলাম। আজ আমরা সেই সংশয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছি ২০১৬ এর পিকনিকে ১০০ জনকে লিস্ট করতে পেরেছিলাম। ২০১৮ তে পিকনিকের আগে আমরা ১৩১ জন বন্ধুর নাম লিস্ট করেছিলাম। ১ম এজিএমে উপস্থিত ছিলো ৬০ (?) জন বন্ধু। সেই ১৫ সালে ১৫ জন থেকে এখন আমরা সং গঠনে সদস্য হয়েছি ৫৯ জন (!)। আমাদের শেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলো ৩০(?) জন। প্রতিমাসে এক্সিকিউটিভ মিটিং, প্রায়ই সময়ের দাবীতে প্রতিসপ্তাহে করতে কেউ পিছিয়ে নেই। আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের একটা ছোট্ট পরিসরে পারমানেন্ট অফিস হয়েছে। একটা টেম্পোরারি করপোরেট অফিস ব্যাকআপ আছে সাধারণ মিটিং অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য।

১৯৯৪ সালে আমরা যারা (১০১ জন) এসএসসি দিয়ে বের হয়ে যাই, ১৯৯৬ সালে যারা নতুন জয়েন করে, সেই সব অচেনা মুখও এখন আমাদের চেনা। এই যাবত আমাদের ৭ লাখ টাকা ফ্রিজ হয়েছে। দারুণ সম্ভাবনা।

সেই আলোকপাতে ২০২৫ এর মধ্যে সংগঠনকে যেভাবে দেখতে চাইঃ

১. আমরা সব বন্ধুরা এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হবো (নিয়ম সাপেক্ষে, বিভিন্ন পদে)

২. আমাদের অফিস প্রানবন্ত থাকবে সপ্তাহের প্রতিটি দিন।

৩. ঋতু, প্রিয়ন্তি আমাদের ভলান্টিয়ার লিডে চলে আসবে।

৪. স্টাইপেন্ড সিস্টেম আরো মজবুত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে চলবে, যেখান থেকে আমরা সাদিয়া, চৈতি, মৌ, লুবাবা, বন্যা, বর্ণ, আনিলা, নিলয়, যুবায়ের, তাওসিফ এমন ঝাকে ঝাকে নিবেদিত প্রান সদস্য পাবো।

৫. আমাদের সন্তানরা সক্রিয়ভাবে সংগঠনের জন্য কাজ শুরু করে দিবে।

৬. আমাদের নিজস্ব জমিতে একটা আধুনিক আবাসিক স্কুল, হাসপাতাল ও ট্রেইনিং সেন্টার স্থাপনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে।

৭. বন্ধুদের জন্য কাউন্সিলিং সেশন নিয়মিতকরন করা হবে।

৮. বন্ধুদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প জোরদার হবে।

৯. সংগঠনের স্বার্থে অন্যান্য সমাজকর্মী / সমাজ কল্যান মূলক সংগঠনের সাথে আমাদের লিয়াজো নিয়মিত হবে।

১০. দিন বদলের স্বপ্নে পাড়ায় পাড়ায় কমিউনিটি ক্লাব গঠনের পাইলট প্রোগ্রাম চালু হবে।

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সিদ্ধহস্ত গৃহিনী, সফল ব্যাবসায়ী, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, ব্যাংকার, করপোরেট ডিলার, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, জাদরেল শিক্ষক, গুনী শিল্পি, ইঞ্জিনিয়ার,কেমিস্ট, রাইটার, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ডাক্তার, এনজিও ডিরেক্টর, একাউন্ট অফিসার, সিনিয়র ট্রেইনার সব পেশার ডেডিকেটেড নারী আছে। এক নারী, আমি মনে করি, দুই পুরুষের সমান কাজ করে অনায়াসে।

আমাদের বাধা শুধু একটাই, আমাদের অবিশ্বাস, নেগেটিভ চিন্তা, যা আমাদের স্থবির করে দেয়। নিজেকে ভালোবাসি, নিজের শক্তির উৎস সেখানেই।

আমরা পারবোই। চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে একবার শুধু স্বপ্নের পথটা স্পষ্ট করে দেখে নেই। সংঠনের শক্তি অনুভব করি।

ইনশাআল্লাহ ২০৩০ এর মধ্যে আমরা আমাদের স্থাপনা সম্পুর্ণ করে পুরো গতিতে সব শাখায় কাজ শুরু করে দিবো সংকল্পবদ্ধ হওয়ার সময় এটাই মানুষ তার স্বপ্নের চাইতেও বড়।

আমীন।

সারিয়া নাফিয়া

Darjeeling- Beauty of the Hills

Ahh...! Finally, the wait was over! We started heading to Darjeeling! I couldn't believe my ears first that we were going to 'Darjeeling'. But then the historical moment came.

We went there by train on 15th of September. We reached New Jalpaiguri Station at 10 am on the next day. The journey was very boring … But my boredom was all gone in a moment as soon as we reached India. India … After 4 years I am back to this country once again. But we didn't plan anything in advance. So, we had waited for a while, around 30 minutes, in the station to find a jeep which would take us to Darjeeling, our destiny.

The experience in the hilly roads was mind-blowing, I don't know how to describe that. After 3 hours of journey, we came to Darjeeling. When we arrived there, we went to our hotel and freshened ourselves up. Then we went to Mall, one of the most amazing places I have ever seen in my life. On the second day, we went to visit HMI (Himalayan Mountaineering Institution). There is a Zoo and a museum about the mountaineers who risked their lives climbing to Mt.Everest. The Zoo was clean unlike the National zoo in our country. We also saw different kinds of trees. The entrance of the HMI was made by cutting mountain. Then we went to Peace pagoda and Japanese temple. Though the name was peace pagoda, there was no peace at all due to the presence of some chaotic people. After that we came back to the hotel. The following day, we went to Kalimpong, the heaven of Darjeeling. We saw Lamahatta park. The park is full of pine trees and flowers. It made me feel closer to the nature. From there, we went to lovers' meet point. The point is formed with 3 rivers, Teesta, Triveni, Rangeet. After just only 10 minutes, we came down to the side of Teesta river by a spiral road. It was so scary and exciting also. After that we went to the main Kalimpong city. There was nothing much in there except a market. We thought we are scammed but the next spot made us alive again. Science Centre was the place where we went by. It was a great place especially for people who love science. There was Clouds floating around, going from one place to another. This gave me a feel as if I were in a mini-Switzerland. There were many more science experiments. Then we went to Delo Park. The place was very nice, we took group photos in front of Kalimpong. After that, we got back to hotel and rested for a while. Then we went to mall at night. The next day we went to Tiger hill at 4:00 am to see the sunrise and awaited and desired long to have a look at Kanchonjunga, "Himalayan Konna" that was covered by clouds. But our luck was very bad that we only saw the sunrise but couldn't see Kanchonjunga. Then we went to Batashia loop. It is a loop created by cutting the hills. We did our breakfast there with shingara, chop, beguni etc street foods. Then we went to Ghoom monastery. It is a monastery of the Buddhists. It is a wonderful place and we could see the whole city from here. After a while we went to Rock Garden, the largest natural Shower/ Fountain. Here we climbed the hills and did a lot of fun and took many photos in front of that mind blowing Waterfall. Then we returned to the hotel and at night we went to the mall again. Then on the 4th day, we went to cable car. We saw many trees and tea gardens through it. Then we went to big bazar and did some shopping.

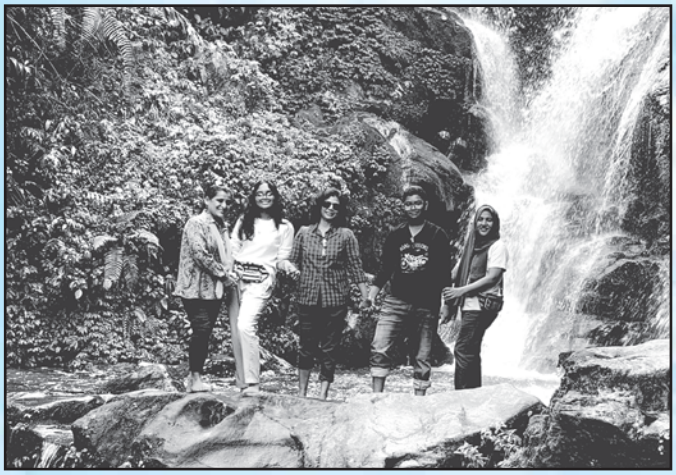
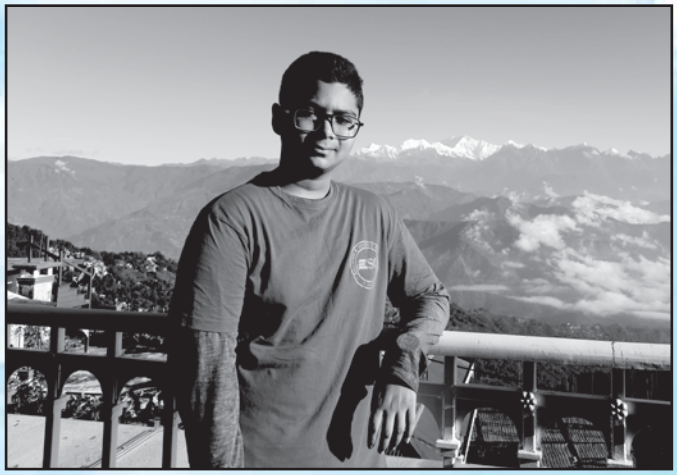

The next day was the end of our journey. We stayed there for 5 nights and 6 days. We saw many beautiful spots. We came to Dhaka on 21st September at 10 pm. It is a great and memorable tour in my life. I would recommend everyone to arrange some free time from your busy life and to go there and do stay with that nature all surrounded by clouds and mountains, to take some fresh breaths and refresh yourself with your friends and family!!!

Sahon Spondon
Class: VII
South Point School & College
S/O Nasrin Akter

A Trip to A Field of Kans Grass

A special type of grass with flower which extends to the height of three meters is popularly known as Kans Grass. It is common in Bangladesh. In Bangladesh it is known as Kash Phool. It is seen in the between September to the mid-November. In areas with sands near river banks they grows in numbers. The flowers are white. Many people like to go in places to see these parts of natural beauties. Yesterday | also went in a field filled with Kash Phool. It was near a lake in Banasree. After | heard that we were going to a field of kash phool, | wasn't was sure about what to expect but after arriving in that place |

was astonished by the beauty of scenery. And to my surprise as far as my eyes could see | could only see the field of kash phool mixing up with the sky after we entered. It was about 04 O'clock when we entered. The day wasn't completely sunny in the first place. But there was also no sign of rain. It was just more than better weather of the trip. We stayed there for about one and half hour. We explored about the whole field. | clicked a lot of pictures to keep memories for future. | had a lot of fun yesterday. Will not forget about this trip ever in my life. I am really looking forward to my following trip.

Labib Ashhab
Holy Cresent Int'l School,
Class-9
Son of Farida Nargis.

ফিরে দেখা – পিকনিক (২০২২ইং)

ফরিদা ইয়াসমিন

প্রতি বছর এসো'র ইভেন্ট গুলিতে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয় আমার। কিছু কিছু ইভেন্ট মনকে ভীষণ ভাবে স্পর্শ করে। তেমনি একটি ইভেন্ট ছিল এ বছর (২০২২ইং) ৪ মার্চ শুক্রবার, গাজীপুর এর কোনা বাড়ি তে অবস্থিত "ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন" এ অনুষ্ঠিতব্য 'এসো' র বার্ষিক পিকনিক টি।"ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন " মূলত একটি জাপানি সংগঠন দ্বারা পরিচালিত সংস্থা। যেখানে মূলত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা দান সহ তাদের যাবতীয় বিষয়ে ট্রেনিং প্রদান করে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে তৈরি করা হয়, যেন তারা বড় হয়ে সমাজের পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এটি একটি আবাসিক স্কুল।এদের দুইটা ক্যাম্পাস।একটি "ইউরিকো এঞ্জেল স্কুল " যেখানে পাঠদান করা হয়।আরেকটি "ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেলস এসোসিয়েশন " আবাসিক ভবন যেখানে উপরতলা টা আবাসিক আর নিচতলায় ফ্রি চিকিৎসা সেবা সহ বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং সেন্টার অবস্থিত।

আমরা প্রথমে "ইউরিকো এঞ্জেল স্কুলে" পৌঁছাই। সেখানকার নির্বাহী পরিচালক মোঃ আজিজুল বারি স্যার ও সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আমাদের অভিবাদন জানান।

অপূর্ব মনোরম দৃশ্য পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে। যেদিকে তাকাই শুধু ফুল আর ফুল। আমরা এখানে অনেক ফটো শ্যুট করলাম। পলাশ ফুল কুড়ালাম।কিন্তু একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করছিলাম যে, এখানকার বাচ্চা গুলি যারা ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করছিলো , তাদের আন্তরিকতা, এবং সারাক্ষণ তাদের সজাগ দৃষ্টি যেন আমাদের কোনো প্রয়োজন অপূর্ণ না থাকে।একটা বড় হলরুমে গেলাম আমরা সবাই, যেখানে আমাদের জন্য সকালের নাস্তা রেডি করা ছিল।

খুব পরিপাটি ভাবে তারা সবাই কে সকালের নাস্তা পরিবেশন করে। এরপর সবাই কে চা, কফি পরিবেশন করে। কারো অন্য কোনো প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়েও তাদের সজাগ দৃষ্টি ছিল সর্বক্ষণ। এখানে কিছু সময় কাটিয়ে আমরা এঞ্জেলের আবাসিক ক্যাম্পাসে গেলাম। সেখানে মূল ফটক দিয়ে ঢুকতেই ফুলের মতো শিশুরা আমাদের করতালির মাধ্যমে অভিবাদন জানিয়ে বরন করে নেয়। সেখানেও নয়নাভিরাম রঙবেরঙের ফুলের সমাহার। সবাই এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলো এবং এর ফাঁকে আড্ডা, ছবি তোলা তো চলছিলোই।

এই আবাসিকে ৪০ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুর বসবাস। বাচ্চা গুলিকে দেখে যেটা বুঝলাম, এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি আচরণগত গুণাবলীর ও উন্নত চর্চা হয়। তারা তাদের মতো ঘোরাফেরা, খেলাধুলা করছিলো।

আমরা বড় মাঠে চলে গেলাম, যেখানে বিভিন্ন ধরনের গেমসের সকল আয়োজন করাই ছিল। আমরা বাচ্চাদের গেমস দিয়ে শুরু করলাম। আমাদের বাচ্চাদের সাথে এঞ্জেলের বাচ্চাদের ও খেলতে বললাম। ওরা প্রথমে সংকোচ করছিলো। পরে এসে আমাদের বাচ্চাদের সাথে যোগ দেয়। তাদের নিয়ে মজার বেলুন খেলা হলো।

এরপর সব ছেলেদের রিং নিক্ষেপ ও মেয়েদের মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটা খেলাই ছিল দারুণ উপভোগ্য যা সবার মনে দারুণ আনন্দের উদ্রেক করে। এই খেলাধুলার মাঝখানে কয়েকটা বড় পাত্রে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয় বড় বড় কুল বড়ই ভর্তি করে। যেগুলো অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল। সবাই এই বড়ই খাচ্ছিল আর খেলাধুলা উপভোগ করছিলো।

খেলাধুলা পর্ব শেষ হতে হতে দুপুর হয়ে গেলো। এরপর ভলান্টিয়াররা খোলা মাঠের পাশে সারি সারি গাছের ছায়াতলে এনে খাবার সাজাতে লাগলো। আমরা সবাই সুশৃঙ্খল ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। সবাই প্লেটের মধ্যে খাবার নিয়ে যার যার পছন্দ মতো জায়গায় বসে খেতে লাগলো। আমরা বড়রা সবাই খাবার খেয়ে, প্যান্ডেলের নিচে বসে কিছুক্ষণ আড্ডা দিলাম। এরপর আবার ফটো সেশন চললো অনেকক্ষণ। চারটার দিকে আমরা সবাই ওদের অডিটোরিয়াম এর দিকে গেলাম। বিশাল অডিটোরিয়াম। স্টেজ ও বেশ বড়। ওখানে প্রথমেই এঞ্জেলরা আগে বিভিন্ন ধরনের জাপানি পারফরম্যান্স উপহার দিলো। যেহেতু

”ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন “ জাপানি সহায়তায় পরিচালিত একটি সংস্থা, তাই ওদের বাচ্চা গুলি কে সব বিষয়ে সেভাবেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চমকপ্রদ এবং ইউনিক সব পরিবেশনা উপহার দিলো ওরা আমাদের। এরপর আমাদের সন্তানেরা বেশকিছু চমৎকার নাচ পরিবেশন করলো। আমাদের কোকিলকণ্ঠী সম্পা বেশকিছু গান উপহার দিলো।

এরপর শুরু হলো প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী ও র‍্যাফেল ড্র এর পুরস্কার বিতরণী পর্ব। এখানে উল্লেখ্য গতবছর পিকনিকের মতো এ বছরো আমাদের উদ্যোক্তা বন্ধুদের করা স্পন্সরের পণ্য দিয়ে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করা হয়। আনন্দের সময় ক্ষণস্থায়ী। আমাদের ও বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। বিদায় সুর বেজে উঠলো। সবাইকে বিকেলের স্ন্যাক্স পরিবেশন করা হলো। সবাই আমরা আজিজুল বারী স্যার ও শিক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। ওখানকার বাচ্চা গুলো আবার রাস্তার দুইপাশে দাঁড়িয়ে আমাদের সালাম দিয়ে বিদায় জানালো। ওদের ফুটফুটে কচি চেহারা গুলি তেও তখন আমাদের মতো ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু এতোটুকু বিরক্তি নেই। ওরাও যেন আমাদের সাথে সারাদিন উপভোগ্য একটা দিন কাটালো।ওদের চোখেমুখে আনন্দ ভেসে উঠছে। কেন যেন আমার মনটা একটু ভারাক্রান্ত হলো ওদের ছেড়ে আসার সময়। পথে আসতে আসতে ওদের কথাই ভাবছিলাম। সুবিধাবঞ্চিত এই নিষ্পাপ শিশু গুলো একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশে যেভাবে বেড়ে উঠছে আমাদের এসো’র যদি এমন একটা নিজস্ব বিদ্যাপীঠ থাকতো যেখানে আমরা পড়াশুনার পাশাপাশি আচরণগত শৃঙ্খলার শিক্ষা ও দিতে পারতাম তাহলে বেশ হতো!

সব মিলিয়ে দিনশেষে ফিরে এলাম আপন ঠিকানায়। সাথে করে নিয়ে এলাম দারুণ এক পবিত্র সুখানুভূতি।

DESHBANDHU GROUP
দেশ ও জনগণের বন্ধু
দেশবন্ধু গ্রুপ
অগ্রগতির
বছর
নির্ভরতায় সাথে
মানুষের পাশে
খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, টেক্সটাইল, রিয়েল এস্টেট, চিকিৎসাসেবা-সহ ২১টির অধিক সেক্টরে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা নিয়ে দেশবন্ধু এক নির্ভরতার নাম। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই আস্থার উপর ভর করেই দেশবন্ধু গ্রুপ আছে মানুষের পাশে, প্রতিটি ক্ষণে।
DESHBANDHU SHIPPING
দেশবন্ধু পলিমার লিমিটেড
GM Holdings
আজকালের খবর
দেশবন্ধু
দেশবন্ধু
চাউল
দেশবন্ধু
চৈতী চিনি
দেশবন্ধু
পলিমার এন্ড প্যাকেজিং
দেশবন্ধু
টেক্সটাইল মিলস
দেশবন্ধু
পাওয়ার প্লান্ট
দেশবন্ধু
শিপিং
দেশবন্ধু
দেশবন্ধু
দেশবন্ধু
দেশবন্ধু
আজকালের খবর
www.dbg.com.bd

Education & Solidarity Organization
4th Annual General Meeting
December 25, 2022
Venue: Ivy Rahman Milonayton, Bangladesh Mohila Somiti, Dhaka

পিকনিক- ২০২২, এসো পরিবার এবং এঞ্জেলস
স্থানঃ ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন, গাজীপুর

Address: House# 660, Block# A, Road# 23, Khilgaon, Dhaka- 1219
Web: www.esobd.org, email: info@esobd.orgp